ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৮ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 11 January 2022 ■ আগরতলা ১১ জানুয়ারী, ২০২২ ইং ■ ২৬ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সোমবার আগরতলায় পুলিশ সপ্তাহের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্যারেডের অভিভাদন গ্রহণ করেছেন। ছবি নিজস্ব।

এখনই পুরোপুরি বন্ধ হচ্ছে না স্কুল ও কলেজ, করোনা বিধি মেনে চলবে পরীক্ষা

উপস্থিতির সংখ্যায় হ্রাস, পুনরায় পর্যালোচনা ১৫ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। করোনার প্রকোপ বৃদ্ধির জেরে স্কুল ও কলেজ বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। তবে, এখনই পুরোপুরি বন্ধ হচ্ছে না স্কুল-কলেজ। আগামীকাল ১১ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত নার্সারি এবং দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। কলেজ যথারীতি খোলা থাকলেও ৫০ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কেবল কোভিড বিধি মেনে চলমান পরীক্ষা নির্দিষ্ট সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। দেখা যাচ্ছে, নিয়মিত পঠন-পাঠনে পরিবর্তন আনা হয়েছে। আজ সোমবার রাত ৯-টা থেকে সারা ত্রিপুরায় করোনা-নৈশকালীন কারফিউ জারি হচ্ছে। তাই আজ দুপুরে শিক্ষা দফতর জরুরি বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী ১৫ জানুয়ারির পর পুনরায় পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে দফতর।

বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর এবং উচ্চ শিক্ষা দফতরের পৃথক দুটি বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেছে, করোনা পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার প্রশ্নে ১১ জানুয়ারি থেকে কিছু সিদ্ধান্ত বলবৎ হবে। সে মোতাবেক আগামীকাল থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রি-প্রাইমারি এবং দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন বন্ধ থাকবে। কোভিড বিধি মেনে চলমান পরীক্ষা নির্দিষ্ট সময়েই অনুষ্ঠিত হবে। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, নির্দিষ্ট সূচি মেনে শুধু পরীক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে আসতে পারবে। তবে, যে সমস্ত স্কুলে পরীক্ষা নেই সেখানে ৫০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী একদিন অন্তর বিদ্যালয়ে আসতে পারবে। কলেজের ক্ষেত্রেও পরীক্ষা এবং ছাত্রছাত্রীদের কলেজে উপস্থিতি নিয়ে একই আদেশ মানতে হবে। কলেজ কর্তৃপক্ষ একই দিনে দুটি গ্রুপ করে দুই শিফটে পঠন-পাঠন চালাতে পারবেন। শুধু তা-ই নয়, কলেজ-পড়ুয়াদের পড়াশোনায় যাতে বিঘ্ন না ঘটে, সে দিকে নজর রেখে অনলাইন ক্লাস অথবা উভয় পদ্ধতিতে পঠন-পাঠন চালু রাখা যাবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের সাথে যুক্ত তফশিলি জাতি কল্যাণ, জনজাতি কল্যাণ, সংখ্যালঘু কল্যাণ এবং সমগ্র শিক্ষা দফতর দ্বারা পরিচালিত ছাত্রাবাসগুলি এই সময়ের মধ্যে বন্ধ থাকবে। শুধু পরীক্ষার্থীদের ছাত্রাবাসে থাকার অনুমতি মিলবে। প্রধানশিক্ষকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বিদ্যালয় পরিচালনায় কোভিড বিধি সঠিকভাবে পালন করতে হবে। পর্যাপ্ত মাস্ক, স্যানিটাইজেশন এবং থার্মাল স্ক্রিনিংয়ের ব্যবস্থাও রাখতে হবে। তবে কলেজগুলির সমস্ত ছাত্রাবাস বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, শিক্ষক এবং অ-শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই আদেশ সরকারি, সরকার অনুদানপ্রাপ্ত এবং বেসরকারি ও মাদ্রাসা স্কুলগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তেমনি সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও বেসরকারি পরিচালিত কলেজের ক্ষেত্রেও এই আদেশ কার্যকর হবে।

রাজ্যে করোনার সংক্রমণ সামান্য কমলেও এখনো উদ্বেগের চব্বিশ ঘন্টায় সংক্রমিত ১৭৬ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় সামান্য কমেছে করোনার সংক্রমণ। গত ২৪ ঘন্টায় ত্রিপুরায় ১৭৬ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। ফলে, দেশ জুড়ে ওমিক্রনের ভয়াবহতার মাঝে ত্রিপুরায় সংক্রমণের হার কিছুটা কমলেও চিন্তা মুক্ত থাকা যাচ্ছে না। অবশ্য সুস্থতার খবরও রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৪৯ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন। এদিকে, করোনায় আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। তাতে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭৫৩ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ৬০ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৩৫৮১ জনকে নিয়ে মোট ৩৬৪১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ১১ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ১৬৫ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ১৭৬ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। দৈনিক সংক্রমণের হার হয়েছে ৪.৮৩ শতাংশ। গতকাল ২০৬ জনের দেহে নতুন করে করোনার সংক্রমণের খোজ মিলেছিল এবং দৈনিক সংক্রমণের হার ছিল ৫.১৫ শতাংশ।

এদিকে, সুস্থতা কিছুটা হলেও স্বস্তি দিয়ে চলেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৯ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৭৫৩ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৮৫৯৩৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৮৪২৮৭ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার বেড়ে হয়েছে ৩.৯১ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার কমে হয়েছে ৯৮.১৬ শতাংশ। এদিকে ০.৯৬ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘণ্টায় একজনের মৃত্যু হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৮২৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, পশ্চিম জেলাই করোনা সংক্রমণে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছে। সাথে যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলেই মনে করা হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ১০৪ জন, উত্তর জেলায় ২৭ জন, সিপাহীজলা জেলায় ০৪ জন, দক্ষিণ জেলায় ০৯ জন, ধলাই জেলায় ৭ জন, ঊনকোটি জেলায় ১ জন, খোয়াই জেলায় ১০ জন এবং গোমতি জেলায় ১৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর কনভয় আটকের ঘটনায় রাষ্ট্রপতিকে চিঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। পাঞ্জাব সফরকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কনভয় ফ্লাইওভারে আটকে রাখার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ত্রিপুরার অবসরপ্রাপ্ত আইএএস ও টিসিএস অফিসারদের কয়েকজন। ওই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এর কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন।

সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত আইএএস পদ্মশ্রী হিমাংশু মোহন চৌধুরী এবং আরও ১১ জন আধিকারিক এই চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিতে পাঞ্জাব সরকারের ভূমিকারও সমালোচনা করা হয়ছে। পাশাপাশি চিঠিতে তারা উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রীর কনভয় আটকে রাখার পিছনে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। তাছাড়া এই ঘটনা দেশের জন্য লজ্জারও।

মহিলাসহ তিন সহস্রাধিক পুলিশকর্মী নিয়োগ করতে চলেছে রাজ্য সরকার

পুলিশ সপ্তাহের অনুষ্ঠানে নেশার বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় এই প্রথমবার ৫০০ জন মহিলা কনস্টেবল নিয়োগ করা হচ্ছে। টিপিএসসি ছাড়াও প্রায় ২৮০০ পুলিশ কর্মী নিয়োগ করছে সরকার। পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, পুলিশ সপ্তাহ কর্মসূচি থেকে শুরু করে আগামী পুলিশ সপ্তাহ কর্মসূচি পর্যন্ত এক বছরের জন্য অন্তত একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তার সফল বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। নিষিদ্ধ নেশাদ্রব্যের স্বমূলে উৎখাত ও যুব সম্প্রদায়কে এর অশুভ সংস্পর্শ মুক্ত রাখতে সবার অঙ্গীকারবদ্ধ প্রয়াস নিতে হবে। যা অন্যান্য অপরাধ প্রবণতা হ্রাসেও সহায়ক ভূমিকা নেবে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্যারেড পরিদর্শন ও কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন। তারপর স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও রাষ্ট্রীয় একতা দিবস ও মোটর সাইকেল র‍্যালি শীর্ষক ফটো গ্যালারির উদ্বোধন ও পরিদর্শন করেন। রাজ্য পুলিশ বিভাগে ২০২১ সালে যারা কর্মক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছেন এবং শ্রেষ্ঠ থানা, জেলা ও অন্যান্য বিভাগে সার্বিক সাফল্যপূর্ণ কৃতি জ্য পুলিশকে গৌরবান্বিত করেছেন তাদের পুরস্কৃত দ্বারা করেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য থেকে ঐক্য ও সংহতির বার্তাবাহী ২৫টি বাইকে চড়ে পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানগণ গুজরাতের কাপাডিয়ায় সম্পন্ন হওয়া সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিবসে অংশগ্রহণকারীদের সাথেও মতবিনিময় করেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ত্রিপুরার অগ্রগতিতে এবং সমৃদ্ধশালী রাজ্য নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে পুলিশের। নিষিদ্ধ নেশাজাতীয় ড্রাগমুক্ত প্রথম রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরাকে গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধভাবে কাজ করছে রাজ্য সরকার। এর সাথে কোনোভাবেই আপোস করবে না সরকার। অসুরক্ষিত পন্থায় নেশাদ্রব্য গ্রহণের ফলে এইচআইভি আক্রান্ত হচ্ছে যুব সমাজ। এদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে অভিভাবক সহ সব অংশের মানুষের। এই ধরনের নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণের ফলে সমাজে চুরি, ছিনতাই, মহিলা সংক্রান্ত অপরাধ সহ অন্যান্য অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। অবৈধ নেশা কারবারের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের কোনোভাবেই ছাড়া হবে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নৈশকালীন কারফিউ জারি হতেই আগরতলা শহরে নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীদের টহলদারী। সোমবার রাতে তোলা নিজস্ব ছবি।

লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে প্রার্থীদের মাথাপিছু ব্যয় করার সর্বোচ্চ সীমা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বদ্বিতা করার ক্ষেত্রে প্রার্থীদের মাথাপিছু ব্যয় করার সর্বোচ্চ সীমা বাড়ানো হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রার্থীরা এখন থেকে ৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে পারবেন। ২০১৪ সালে এর পরিমাণ ছিলো ৭০ লক্ষ টাকা। এছাড়া বিধানসভা নির্বাচনের সময় প্রার্থীরা ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে পারবেন। এক্ষেত্রে ২০১৪ সালে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করা যেতো।

রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন। এই প্রেস রিলিজে বলা হয়েছে, লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বদ্বিতা করার ক্ষেত্রে প্রার্থীদের মাথাপিছু ব্যয় করার সর্বোচ্চ সীমা সর্বশেষ ২০১৪ সালে অনেকটা বৃদ্ধি করা হয়েছিলো। ২০২০ সালে ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমার পরিমাণ ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু ২০১৪ সালের তুলনায় ২০২১ সালে দেশে ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১২.২৩ শতাংশ। বর্তমানে দেশে মোট ভোটার ৯৩ কোটি ৬০ লক্ষ। তাছাড়া ২০১৪-১৫-এর তুলনায় ২০২১-২২-এ কস্ট ইনফ্লেশন ইনডে' ২৪০ থেকে বেড়ে ৩১৭ তে দাঁড়িয়েছে। বৃদ্ধির হার ৩২.০৮ শতাংশ।

এদিকে লক্ষ্য রেখে রাজনৈতিক দলগুলির দাবি অনুযায়ী ভারতের নির্বাচন কমিশনের তদারকিতে অবসরপ্রাপ্ত আইআরএস আধিকারিক হরিশ কুমার, সেক্রেটারি জেনারেল উমেশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ ফেরত দু'জনের দেহে মিলল করোনার সংক্রমণ, পাঠানো হয়েছে কোভিড কেয়ার সেন্টারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় বেড়েছে করোনার প্রকোপ, তাই এখন শুধু নেগেটিভ সার্টিফিকেট যথেষ্ট নয়। আজ আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টে (আইসিপি) বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরায় প্রবেশে সমস্ত যাত্রীদের করোনার নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, ২ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে।

আইসিপি কর্তৃপক্ষের দাবি, আজ বাংলাদেশ থেকে ৯৮ জন যাত্রী ত্রিপুরায় এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে দুই জনের দেহে করোনার সংক্রমণ পাওয়া গেছে। তাই, তাঁদের বাংলাদেশ ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, বাংলাদেশ প্রশাসন তাঁদের সে দেশে থাকার অনুমতি দেয়নি। তাই, বিকেলে তাঁদেরকে আগরতলায় পিআরটিআই-তে কোভিড কেয়ার সেন্টারে পাঠানো হয়েছে।

ওই আধিকারিকের কথায়, সকালে ত্রিপুরার জনৈক ব্যবসায়ীর

বাংলাদেশ থেকে আসা যাত্রীদের করোনা পরীক্ষা করা হয়। সোমবার তোলা নিজস্ব ছবি।

বাংলাদেশ থেকে আসার পর করোনার নমুনা পরীক্ষায় সংক্রমণ চিহ্নিত হয়েছিল। তাই, তাঁকে বাংলাদেশ ফেরত পাঠানো হয়। তিনি গতকাল ত্রিপুরা বাংলাদেশ গিয়েছিলেন। তেমনি দুপুরে অপর একজনের দেহে করোনার সংক্রমণ চিহ্নিত হওয়ায় তাঁকেও বাংলাদেশ ফেরত পাঠানো হয়। কিন্তু, বাংলাদেশ প্রশাসন তাঁদের সে-দেশে থাকার অনুমতি দেয়নি। তাই, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে ট্রেনের ধাক্কায় মহিলার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১০ জানুয়ারি।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের কামেশ্বরে রেলক্রসিংয়ে রেলের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে এক মহিলার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃত মহিলার নাম আরতী দেব। বয়স আনুমানিক ৫০ বছর। ধর্মনগর থেকে শিলচরগামী ট্রেনের ধাক্কায় মহিলার মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।

সকালে ওই মহিলা বাড়ি থেকে বের হয়ে রেলপথ পারাপার হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তখনই দ্রুত বেগে ট্রেন ছুটে আসে। ট্রেনের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মহিলার মৃত্যু হয়। স্থানীয় লোকজনরা মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে পরিবারের লোকজনদের খবর দেন। খবর পাঠানো হয় ধর্মনগর থানার পুলিশ ও রেল পুলিশকে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে সেখান থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাধাকিশোরপুর থানায় চার পুলিশ কর্মী করোনা আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১০ জানুয়ারি।। করোনা আক্রান্ত হলেন উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানায় কর্তব্যরত ৩ জন পুলিশ কর্মী এবং ১ জন টিএসআর জওয়ান। সোমবার উদয়পুর ত্রিপুরা সুন্দরী মহকুমা হাসপাতালের স্বাস্থ্য কর্মীরা রাধাকিশোরপুর থানায় এসে সমস্ত পুলিশ কর্মী ও টিএসআর জওয়ানদের করোনার নমুনা পরীক্ষা করেন। তাঁদের মধ্যে ৩ জন পুলিশ কর্মী এবং ১ জন টিএসআর জওয়ানের শরীরে করোনা সংক্রমণ মিলেছে।

এদিন ত্রিপুরা সুন্দরী মহকুমা হাসপাতালের জনৈক স্বাস্থ্য কর্মী জানান, রাধাকিশোরপুর থানার মোট ৩০ জন পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানের করোনার নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাঁরা সকলে হোম কোয়ারান্টাইনে থাকবেন বলে তিনি জানিয়েছেন। এদিকে, একসাথে ৪ জন পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানের করোনা আক্রান্ত হওয়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে রাধাকিশোরপুর থানার সকল পুলিশ কর্মী ও টিএসআর জওয়ানদের মধ্যে।

করোনার বোস্টার টিকাকরণ শুরু রাজ্যে, প্রথম দিনে নিলেন ২৪২২ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। সারা দেশের সাথে রাজ্যেও শুরু হল করোনার বোস্টার টিকাকরণ। স্বাস্থ্য কর্মী, সামনের সারির যোদ্ধা এবং জটিল রোগে আক্রান্ত ষাটোর্ধ নাগরিকদের ওই টিকা প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় টিকা নেওয়ার ৯০ দিন অতিক্রান্ত হলেই তবেই তারা বোস্টার ডোজের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। আজ রাজ্যে ২৪২২ জন বোস্টার ডোজ নিয়েছেন।

করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে টিকাকরণ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। সেই লক্ষ্য রেখে ভারত সরকার করোনার বোস্টার ডোজ প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের দেওয়া তথ্য অনুসারে আজ রাজ্যে ধলাই জেলায় ৪০৯ জন, গোমতি জেলায় ১১৬ জন, খোয়াই জেলায় ১১২ জন উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৩০২ জন, সিপাহীজলা জেলায় ১৬০ জন, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ১৬৭ জন, ঊনকোটি জেলায় ১২৯ জন এবং পশ্চিম জেলায় সবচেয়ে বেশি ১০২৭ জন বোস্টার ডোজ নিয়েছেন।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৯৬ ▫ ১১ জানুয়ারি ২০২২ ইং ▫ ২৬ পৌষ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

কৃষি উন্নয়নই হোক

কৃষকরা দেশবাসীর অন্নদাতা। কৃষকদের স্বার্থ সুরক্ষিত করিতে না পারিলে কৃষি উৎপাদন বিঘ্নিত হইবে। ইহা কোন সরকার ও স্বীকার করিতে পারিবে না।সেই কথা মাথায় রাখিয়া সরকারকে কৃষি কল্যাণে পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।শুধুমাত্র আন্দোলনের চাপে পরিয়া কৃষি আইন আপাতত প্রত্যাহার করিয়া নিলেই বাস্তব সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে না।এই সমস্যা সমাধান করিতে হইলে কেন্দ্রীয় সরকারকে আন্তরিক ভাবে কৃষি উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে। করোনা পরিস্থিতি গত বছর ধরিয়া কৃষকদের উৎপাদনে মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। তদুপরি বিভিন্ন শিল্প কারখানার উৎপাদন অনেক ভালো জায়গায় রহিয়াছে।কৃষকরা যদি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উৎপাদন অব্যাহত না রাখিত তাহা হইলে দেশের অর্থনীতি আরো তলানীতে আসিয়া ঠেকিত।একমাত্র দেশের কৃষকরা এ দেশের উন্নয়নের পথ কে কিছুটা হইলেও সামনের সারিতে অগ্রসর করিতে সক্ষম হইয়াছে।ইহা সরকার কোন ভাবে অস্বীকার করিতে পারিবে না। এযাবত কালে কৃষিকে অন্যতম শিল্প হিসেবে গণ্য করা উচিত। কৃষি একটা নিখুঁত পরিকল্পনা। আমাদের নিত্যদিনের জীবনধারণের জন্য যা যা দরকার, সেই প্রতিটি প্রয়োজন, প্রতিটি সমস্যা, প্রতিটি সমাধান এবং সহযোগিতার ব্যবস্থা থেকে সরকার ক্রমেই নিজেকে সরাইয়া নিতে চাইতেছে। জীবনযাপনের জন্য সর্বাগ্রে দরকার খাদ্য। সেই খাদ্য উৎপাদন করে কৃষক। বিগত ১০ বছর ধরিয়া সবথেকে বেশি দেশে সবথেকে বেশি পেশাগত হতাশা এবং সমস্যা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়া থাকে কৃষকরাই। কৃষিকাজে লাভ হয় না, এই ধারণাটি কৃষকদের মধ্যে যত ঢুকাইয়া দেওয়া যাইবে সফলভাবে, ততই প্রতিদিন কৃষিকাজ ছাড়িয়া দেওয়ার সংখ্যা বাড়িবে। ভারতে প্রতিদিন গড়ে ২ হাজার কৃষক কৃষিকাজ ছাড়িয়া দিতেছে।কৃষকরা যতই নিজেদের জমিতে ফসল ফলানো বন্ধ করিয়া দিনমজুর কিংবা কাছে-দূরের শহরে কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার হইয়া যাইবে, ততই লাভ কর্পোরেটের। কারণ, কর্পোরেট ততই বেশি করিয়া কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এ ঢুকিয়া পড়িবার সুবিধা পাইবে। তিনটি কৃষি আইন আনিয়া কর্পোরেটের সেই সুবিধা অবাধ করিয়া দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছিল। সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু সরকার কি চুপ করিয়া সেই পরাজয় মানিয়া নিবে? সেটা সম্ভব নয়। কারণ, ১৯৯১ সালের উদারীকরণের পর, কর্পোরেট মহল সব শিল্পে লগ্নি করিয়াছে, একমাত্র ব্যতিক্রম, কৃষি। যতটা করা সম্ভব, কৃষির দরজা ততটা খোলেনি। এদিকে অর্থনীতির মন্দার কারণে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প ধুঁকিতেছে। এমন কোনও সেক্টর নাই, যেখানে উদ্বৃত্ত টাকা লগ্নি করিলে বিপুল মুনাফা হইবে এবং রিটার্ন হইবে বহুগুণ। শিল্পলগ্নিতে রিটার্নের জন্য দরকার এমন কিছু প্রোডাক্ট যাহা রপ্তানিযোগ্য। তাই ভারতীয় শিল্পমহল অনেকদিন ধরিয়াই উদ্বৃত্ত অর্থভাণ্ডার নিয়া বসিয়া আছে। একটাই লক্ষ্যে। কৃষিতে কীভাবে প্রবেশ করা যায়। এটা এমন একটা সেক্টর যাহার অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক, দুই বাজারই সারা বছর ধরিয়া তুঙ্গে। দেখা গিয়েছে, সাধারণ সময় তো বটেই, বরং যুদ্ধ অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যে কোনও অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও বিশ্বজুড়িয়া একমাত্র ফুড ইন্ডাস্ট্রির গ্রোথ সবথেকে বেশি হয়। কৃষকদের জীবিকাকে নিশ্চয়তা দিতে পারে একমাত্র সরকারের নির্ধারিত মিনিমাম সার্পোট প্রাইস অথবা এমএসপি। অর্থৎ ফসল নিয়ে কিষান মান্ডিতে গেলে সরকার নির্ধারিত একটা ন্যূনতম দাম পাওয়া যাবেই। কৃষকরা তাই চাইছে সরকার এমএসপি গ্যারান্টি আইন করুক। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দেশবাসীর অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের নিশ্চয়তা দেওয়া সরকারের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। এইসব মৌলিক অধিকার রক্ষা করিতে না পারিলে সরকারের অস্তিত্ব ভিত্তিহীন।স্বাভাবিক কারণেই সরকারকে এই সব বিষয় মাথায় রাখিয়া সামনের দিনে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিতে হইবে। কৃষি কল্যাণ হোক দেশের সরকারের অগ্রাধিকার এর অন্যতম ক্ষেত্র।

কলিয়াবরে উদ্ধার ৩১টি চোরাই গরু, গ্রেফতার চার পাচারকারী

কলিয়াবর (অসম), ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : নগাঁও জেলার অন্তর্গত কলিয়াবরের জখলাবন্ধায় উদ্ধার হয়েছে আরও ৩১টি চোরাই গরু। এর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে চার গরু পাচারকারীকে। গরু পাচারে জড়িত অভিযোগে সামাগুড়ির শরিফুল ইসলাম ও আবু হানিফা এবং রূপহিহাটের হাকিম আলি ও রঞ্জন আলিকে গ্রেফতার করেছে জখলাবন্ধা পুলিশ। এদিকে উদ্ধারকৃত গরুগুলিকে নগাঁওয়ে গোশালায় পাঠানো হয়েছে। কলিয়াবরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) মৃণ্ময় দাস জানান, এক গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল রবিবার রাতে জখলাবন্ধা থানার অফিসার সহ পুলিশের এক দল জখলাবন্ধায় ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কের নির্দিষ্ট স্থানে টহল দিচ্ছিলেন তাঁরা এক সময় এএস ০১ জেসি ১৭৬৩ এবং এএস ০২ সিসি ২৯১৮ নম্বরের দুটি ট্রাকের গতিরোধ করেন পুলিশের অভিযানাকারীরা। ট্রাক দুটিতে তালাশি চালিয়ে ৩১টি চোরাই গরু উদ্ধার করেছেন তাঁরা, জানান এসডিপিও মৃণ্ময় দাস। গরুগুলি উদ্ধারের পর দুই ট্রাক সহ শরিফুল ইসলাম, আবু হানিফা, হাকিম আলি এবং রঞ্জন আলিকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। থানায় তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে গবাদি পশু সুরক্ষা সংক্রান্ত নির্দিষ্ট আইনে মামলা নথিভুক্ত করে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।ধৃতদের প্রদত্ত বয়ানের উদ্ধৃতি দিয়ে এসডিপিও জানান, গরুগুলি সবোকাখাটের বিহাড়া এবং চিন্তামণি গড় থেকে কোনও বৈধ নথিপত্র ছাড়া পাচার করার কথা ছিল তাদের।

গোয়ায় ফের ধাক্কা খেল বিজেপি, এবার ইস্তফা মায়েমের বিধায়ক প্রবীণ জান্তের

পানাজি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে গোয়ায় একের পর এক ধাক্কা খেয়েই চলেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। মাইকেল লোবোর পর এবার মায়েমের বিধায়ক প্রবীণ জান্তে। সোমবার বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন প্রবীণ, কেন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত মুখ না খুললেও, মনে করা হচ্ছে দলের প্রতি ক্ষোভের কারণেই বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন প্রবীণ।

এর আগে সোমবারই বিজেপির সঙ্গে দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক ছিন্ন করেন মাইকেল লোবো। শুধু বিজেপিই ছাড়েননি, সোমবার গোয়ার মন্ত্রিসভা ও বিধায়ক পদ থেকেও তিনি ইস্তফা দিয়েছেন। বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করার পর মাইকেল লোবো জানান, 'মনোহর পারিক্করের উত্তরাধিকারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম এমন কাউকে গোয়া বিজেপিতে দেখতে পাচ্ছি না, দলের যে সমস্ত কর্মীরা তাঁকে সমর্থন করেছিলেন তাঁদের উপেক্ষা করা হচ্ছে।' বিজেপি ছাড়ার এই প্রবণতায় মোটেও আক্ষেপ নেই গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্তের। টুইটারে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করে প্রমোদ সাওয়ান্ত জানিয়েছেন, ভারতীয় জনতা পার্টি একটি বড় পরিবার, এই দল পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের সেবা করছে। লোভ ও ব্যক্তিগত স্বার্থের এজেন্ডা পূরণের জন্য কিছু দলত্যাগ আমাদের সুশাসনের এজেন্ডাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে না।

লোভ ও ব্যক্তিগত স্বার্থে দলত্যাগ বিজেপির সুশাসনের এজেন্ডাকে বাধা দিতে পারবে না : প্রমোদ সাওয়ান্ত

পানাজি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): গোয়ায় বিজেপি ছাড়ার যে প্রবণতা চলছে তাতে মোটেও আফসোস নেই গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্তের। টুইট করে তা জানিয়ে দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বিজেপি ছেড়েছেন মাইকেল লোবো। শুধু বিজেপিই ছাড়েননি, সোমবার গোয়ার মন্ত্রিসভা ও বিধায়ক পদ থেকেও তিনি ইস্তফা দেন। এরপর এদিনই মায়েমের বিধায়ক প্রবীণ জান্তে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। এমতাবস্থায় সোমবার টুইটারে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করে প্রমোদ সাওয়ান্ত লিখেছেন, 'ভারতীয় জনতা পার্টি একটি বড় পরিবার, এই দল পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের সেবা করে চলেছে। লোভ ও ব্যক্তিগত স্বার্থের এজেন্ডা পূরণের জন্য কিছু দলত্যাগ আমাদের সুশাসনের এজেন্ডাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে না।'

ধর্মীয় রাষ্ট্রের দাবিদারদের রাজনীতি বিবেকানন্দকে জানে না

নরেন্দ্রনাথ কুলে

হরিদ্বারে সম্প্রতি এক ধর্মীয় সভায় হিন্দু রাষ্ট্রের দাবিতে অস্ত্র হাতে তুলে ওয়ার কথা ঘোষণা হয়েছে। সেই সভায় উপস্থিত ধর্মপ্রাণা মানুষেরা কেউ স্বামী, কেউ সাহী, কেউ মহারাজ উপাধিতে পরিচিত। এই উপাধিধারী মানুষেরা হিন্দু ধর্মের পরিচয় আর সংস্কৃতিকে তুলে ধরে যেমন, তেমন হিন্দু ধর্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে গর্বিত হন। আবার তাঁদের নিয়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষেরাও গর্ব করেন। কিন্তু সাধারণ মানুষদের সেই গর্বে থাকে না। তবে এই ধার্মিকগণ অস্ত্র ধরার কথা রাষ্ট্র গড়ার জন্য অস্ত্র ধরতে। এমন সন্ন্যাসী, ধার্মিক মানুষের ধর্মের সাধনা ও সংস্কৃতির উন্নয়নের কথা আর তাঁদের কথায় নেই। তাঁরা আর ঈশ্বর সাধনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তাই তাঁরা এখন তাঁদের মত করে রাষ্ট্রের দাবি তুলেছে। আর সেই দাবি না মিটলে তাঁরা অস্তধরার অঙ্গীকার করেছে। ধর্ম ও ঈশ্বর সাধনার মানুষজন অস্ত্র ধরার কথা বলা মানেই সেই কথার মধ্যে অন্য ধর্মের মানুষ বা তাঁদের মতাবলম্বী নয় এমন মানুষকে খুনের কথাই, বলা হয়। হিন্দুধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে যাঁরা গর্ব করেন, তাঁরা কি মানুষকে খুনের কথা বলে। কিংবা হিন্দু ধর্মে মানুষকে খুনের কথা বলা আছে কিনা তা তাঁরাই জানে। হিন্দু ধর্মের মোক্ষলাভ মানুষকে খুন করে হয় কিনা আজ তা তাঁরাই জানে। তবে হ্যাঁ কাপালিক ও তান্ত্রিক সাধনায় নরবলির প্রয়াসের কথা তদানীন্তন অনেক কাহিনীতে পাওয়া যায়। আবার রামায়ণ ও মহাভারতের যে যুদ্ধ তা ধর্মীয় ভাবাবেগে হলেও তা অন্যায়ের বিরুদ্ধেন্যায়ের যুদ্ধ বলেই নানা বিশ্লেষণে পাওয়া যায়। কিন্তু আজকের এই সন্যাসী ধর্মীয় মানুষজন শুধু হিন্দ রাষ্ট্রের দাবিতে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে চাইছেন। তাঁদের এই দাবি একপ্রকার রাজনৈতিক হতে পারে। সন্যাসী ও সাধুর দলের এমন রাজনৈতিক দাবি একপ্রকার জেহাদ ঘোষণার সামিল। আজকে হিন্দু সাধু সনাসীদের ধর্ম প্রসারের এই জেদ শুনে বিবেকানন্দের মত সন্যাসীর একটি কথা বলতে হয়। তিনি বলেছিলেন, "ভারতকে সামাজিক বা রাজনৈতিক ভাবে প্লাবিত করার আগে প্রথমে আধ্যাত্মিক ভাবে প্লাবিত করা" আজকের সন্যাসীগণের সেই আধ্যাপকতার প্লাবনে ভাসাতে কি অস্ত্র হাতে তোলার প্রয়োজন হয়ে পড়ল? এ প্রশ্নের উত্তর তাঁরাই জানেন।

এই সাধুগণ হিন্দু হিসেবে এমন গর্বিত যে তাঁরা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে সেই গর্বকে আরো মহিমান্বিত করেন। যদিও বিবেকানন্দের কথা হয়তো তাঁরা জানে না। স্বামীজি বলেছিলেন, "সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য কাজ করিতে থাকো। তোমরা যে নিজদিগকে ক্ষুদ্র গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া খাঁটি হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করিয়া থাকে, উহা ছাড়িয়া দাও। না, এই সাধুগণ হিন্দু বলিয়া গর্ব করিতে ছাড়িতে পারেন না। তাই প্রয়োজনে অস্ত্র ধরতে কৃণ্ঠিত হন না। আর তাঁরা কুণ্ঠিত হবেনই বা কেন। তাঁরা জানেন হিন্দু ধর্মই হল শ্রেষ্ঠ ধর্ম। অথচ বিবেকানন্দ এক আলোচনার জবাবে বলেছিলেন, হিন্দুধর্ম যেমন পৈশাচিক ভাবে গরীব ও পতিতদের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোনো ধর্ম এরূপ করে না"। বিবেকানন্দ এমন কথা তখন বলেছেন বলে কি তিনি হিন্দু ছিলেন না। অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ার হুমকিধারী সাধুগণ অবশ্য তা বলতে পারেন। বিবেকানন্দ একজন এমন সন্যাসী যিনি ধর্মীয় ভাবাবেগে বিশ্বের দরবারে ভারতকে চিনিয়েছিলেন, তাঁর থেকে আজকের এই সন্ন্যাসী ও সাধুর দল কি বড় হিন্দু ? তিনি বিনা অস্ত্রে সারা বিশ্ব জয় করেছিলেন। অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষদের আঘাতে নয়, ভালবেসে সবার মন জয় করেছিলেন। তিনি সন্যাসী বলেছিলেন, ধর্মের কথা বলেছেন, রাজনৈতিক কথা বলেছেন। কিন্তু আজকে এই সাধুর দলের মত ধর্মীয় রাষ্ট্র গড়তে তিনি অস্ত্র ধরতে বলেন নি। তিনি ধর্ম বলতে একজায়গায় বলছেন, "আমি এমন একটি ধর্ম চাই যাহা আমাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় মর্যাদাবোধ জাগাইবার, দরিদ্র জনসাধারণকে অন্ন ও শিক্ষা দিবার, আমাদের চতুর্পাশের সকল দুঃখ-বেদনাকে দূর করিবার শক্তি আনিয়া দিবে। আবার আর এক জায়গায় বলছেন, "যখনই কোনো ধর্মমত সফল হয়, তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে তাহার আর্থিক মূল্য আছে। একই ধরণের সহস্র সম্প্রদায় ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম করিলেও যে- সম্প্রদায় আর্থিক সমস্যা সমাধান করিতে পারে, তাহাই প্রাধান্য লাভ করিবে। পেটের চিন্তা- অনের চিন্তা মানুষের প্রথম। এ সম্পর্কে তাঁর আর একটি কথা "আগে রুটি তারপর ধর্ম সকলেই জানে। তাহলে আজকে হিন্দু ধর্মের এই সাধু সন্ন্যাসীগণ যার জন্য অস্ত্র ধরতে বলছেন সেখানে তাঁদের ধর্ম দিয়ে আর্থিক সমস্যা সমাধানের পথ সুগম হবে বলেই কি তাঁরা হিন্দ রাষ্ট্র চাইছেন, তা কিন্তু তাঁরা বলে নি। স্বামী বিবেকানন্দ আদর্শ রাষ্ট্র কেমন চেয়েছিলেন তা কিন্তু বলেছেন। তিনি বলেছেন, "যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করিতে সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণশক্তি এবং শূদ্রের সাম্যদর্শ-এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তাহলে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে।" কিন্তু তিনি এমন রাষ্ট্রের সম্ভাবনা সম্পর্কে নিজেই প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাহলে বিবেকানন্দের কথা থেকেই বলা যায় আদর্শ রাষ্ট্র মানেই হিন্দু রাষ্ট্র নয়। তাই আজকের সন্ন্যাসীদের হিন্দু রাষ্ট্রের দাবিতে অস্ত্র হাতে তার কোনো আদর্শ আছে বলে তা বলা যায় না।

> পঁচিশ বছর আগে এ দেশের মাটিতে অযোধ্যায় রাম মন্দির তৈরি করার দাবি তুলে তা বারেবারেই ঘোষণা করা হয়েছিল, "মন্দির ওয়হি বনায়েঙ্গে" আর ১৯৮৯ সালে আজকের শাসক দলের এক সভা থেকে বলা হয়েছিল, "মন্দির ওয়হি পর হোগা।" তারপর মসজিদ ভাঙার ইতিহাস সবার জানা আর এখন মন্দির গড়ার ইতিহাসের সাক্ষী সবাই। কিভাবে রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপে সেই ইতিহাস গড়ে উঠছে। আর সেই ইতিহাস ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে। আসলে রাষ্ট্র এখন মনে করে এই দেশ হিন্দুদের দেশ, যা হরিদ্বারের ওই সাধুদের হস্কারে যে দাবির কথাই ব্যক্ত হয়েছে।

রাষ্ট্রকে হিন্দু ধর্মের সাথে নিবিড় সম্পকে গড়ে তোলার রাজনৈতিক পদক্ষেপ যখন সাধুদের গলায় জেহাদি ভাষায় উঠে আসে তখন ধর্মের সারমর্ম সেই ভাষায় হারিয়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই আজকে রাষ্ট্র তাঁর নিজের উদ্যোগেই যখন হিন্দু ধর্মের জয়গান গাইছে, তখন রাষ্ট্রের ধর্ম নিয়ে সাধুগণ অস্ত্র হাতে নিলে রাষ্ট্রের কাছে তা কতটা দোয়ের হবে সে সময় বলবে। হরিদ্বারে সাধুগণ ওই ধর্মসভায় হিন্দু রাষ্ট্র তৈরি করার জন্য যেভাবে ঢোক দিল সেখান থেকে আগামী দিনের জন্য পূর্বাভাস কখনো সাকর হতে পারে না। পঁচিশ বছর আগে এ দেশের মাটিতে অযোধ্যায় রাম মন্দির তৈরি করার দাবি তুলে তা বারেবারেই ঘোষণা করা হয়েছিল, "মন্দির ওয়হি বনায়েঙ্গে" আর ১৯৮৯ সালে আজকের শাসক দলের এক সভা থেকে বলা হয়েছিল, "মন্দির ওয়হি পর হোগা।" তারপর মসজিদ ভাঙার ইতিহাস সবার জানা আর এখন মন্দির গড়ার ইতিহাসের সাক্ষী সবাই। কিভাবে রাষীয় পদক্ষেপে সেই ইতিহাস গড়ে উঠছে। আর সেই ইতিহাস ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে। আসলে রাষ্ট্র এখন মনে করে এই দেশ হিন্দুদের দেশ, যা হরিদ্বারের ওই সাধুদের হুঙ্কারে যে দাবির কথাই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বিবেকানন্দ তখনই তা মানেননি। তিনি বলেছিলেন, পূর্বাকালে হিন্দু" শব্দে সিন্ধুনদের অপরতীরের অধিবাসীগণকে বুঝাইতে। তখন এ শব্দের একটা সার্থকতা ছিল। কিন্তু এখন উহা নির্থিক হইয়া তিনি এমন রাষ্ট্রের সম্ভাবনা সম্পর্কে নিজেই প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাহলে বিবেকানন্দের কথা থেকেই বলা যায় আদর্শ রাষ্ট্র মানেই হিন্দু রাষ্ট্র নয়। তাই আজকের সন্ন্যাসীদের হিন্দু রাষ্ট্রের বলে তা বলা যায় না। রাষ্ট্রকে হিন্দু ধর্মের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার রাজনৈতিক পদক্ষেপ যখন সাধুদের গলায় ভেহাদি ভাষায় উঠে আসে তখন ধর্মের সারমর্ম সেই ভাষায় হারিয়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আজকে রাষ্ট্র তাঁর নিজের উদ্যোগেই যখন, হিন্দু ধর্মের জয়গান গাইছে, তখন রাষ্ট্রের ধর্ম নিয়ে সাধুগণ অস্ত্র হাতে তুলে নিলে রাষ্ট্রের কাছে তা কতটা দোষের হবে সে সময় বলবে। দাঁড়াইয়াছে। এ শব্দেরদ্ধারা এখন বর্তমান হিন্দু জাতি বা ধর্ম কিছুই বুঝাইতে পারে না, কারণ সিন্ধুনদের পূর্বদিকে এখন নানা ধর্মাবলম্বী নানা জাতীয় লোক বাস করে।" তাহলে এই (দেশ শুধুই হিন্দুদের নয় বলে বিবেকানন্দ সে যুগেই বলে গিয়েছেন। তবু আজকে এই দেশ হিন্দুদের বলে রাজনৈতিক দাবি ধর্মীয় সভা থেকেই অস্ত্রগামী হয়ে উঠছে। যার আগামী সংকেত মসৃণ হতে পারে না। এ সম্পর্কে নেতাজী একসময় সাবধান করে দিয়েছিলেন। প্রাক স্বাধীনতা আমলে হিন্দুমহাসভা নামক এক সংগঠনের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ প্রসঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্র তখন বলেছিলেন, সন্ন্যাস ও সম সীন দর হাতে হিন্দুমহাসভা ভোট ভিক্ষায় পাঠিয়েছেন। ত্রিশল আর গেরুয়া বসন দেখলে হিন্দু মাত্রেই শির নত করে। ধর্মের সুযোগ নিয়ে ধর্মকে দেখা দিয়েছে। হিন্দু মাত্রেরই এর নিন্দা করা কর্তব্য। রাজনীতিতে ধর্মের সুযোগ নেওয়া যেমন ধর্মকে কলুষিত করে, তেমন ধর্মে রাজনীতির সংমিশ্রণ ঘটলেও ধর্ম কলুষিত হয়। ধর্ম আর রাজনীতির সংমিশ্রণে শুধু ধর্ম কলুষিত হয় না, রাজনীতিও কলুষিত হয়। আজকে যদি এই দুটোই কলুষিত হয়ে হাত ধরাধরি করে চলে তখন রাষ্ট্রের চরিত্র কলঙ্কহীন, পক্ষপাতহীন হতে পারে না। রাষ্ট্রকে ধর্মীয়করণের জন্য ধর্মীয় সংগঠনের দাবি রাজনৈতিকভাবে সফল হয়ে উঠবে হয়তো একদিন, যেদিন ধর্ম আররাজনীতির আজকের প্রেমালাপ সহবাসে পরিণত হবে। এখনো যাঁরা ধর্মনিরপক্ষেতার কথা রাজনৈতিকভাবে বলে চলেছেন, তাঁদের সেই বলার সাথে তাঁদের কাজের সহবাস না থাকলে রাষ্ট্র তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখার সক্ষমতা একদিন হারাতে বাধ্য হবে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

দুর্যোগের সঙ্গে ঘর, চাষির সংকট

মৃন্ময় সেনগুপ্ত

সংবাদ মাধ্যমে একের পর এক কৃষক আত্মহত্যার খবর উঠে আসছে। আত্মহত্যার ঘটনা সবচেয়ে বেশি হয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলায়। পশ্চিম মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলাতেও কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। চাষের ক্ষতি বা দেনার দায়ে আত্মহত্যার কথা সরকার স্বীকার করে না। সাংসারিক অশান্তি, মানসিক অবসাদ--- কোনও না কোনও একটা কারণ দেখাতেই তারা ব্যস্ত। ফসলের সঠিক দাম পাওয়া অনেক কঠিন, তার চেয়ে সহজ আত্মহত্যা। অশান্তি, অবসাদ, টেনশনের জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে চিরমুক্তির গ্যারান্টি। সংবাদ মাধ্যমেই উঠে আসছে, আত্মঘাতী কৃষকদের চাষে ক্ষতির কথা। উঠে আসছে দেনার কথা, নানা কারণে সরকারি সুযোগ না পাওয়ার কথা। ২০২১ সালের ডিসেম্বর নিম্নচাপের বৃষ্টিতে কেউ ধান চাষ করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন, কেউ আলু বসিয়ে।

লোকসানের বারোমাস্য নিয়েই এখন কৃষকদের ঘর করতে হয়। অতিমারির নানা বিধিনিষেধে ফসলের দাম জোটেনি। কুল রাখি না শ্যাম রাখি দশার মধ্যেই ঘন ঘন নিম্নচাপ আর ঘূর্ণিঝড়। কথায় আয়ে, আশায় বাঁচে চাষা। এক মরশুমে লোকসান হলে পরের মরশুমে লাভের আশা। এক ফসলে লোকসান, অন্য ফসলে পুষিয়ে নেওয়ার আশা। কিন্তু লোকসান চলতেই থাকলে দেনার দায়ে ডোবা ছাড় উপায় কী? গত মরশুমে আলু চায়ের লোকসান হয়েছিল। আলু মাঠ থেকে উঠেছিল ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ। ফলন অনুযায়ী খরচ পড়েছিল কুইন্টাল প্রতি ৯০০ টাকার বেশি। অন্যের জমিত চাষ করা কৃষকের ক্ষেত্রে খরচ আরও বেশি। দাম মিলেছিল খুবই কম। যাদের দ্রুত বিক্রি করে টাকা তোলার প্রয়োজন ছিল, তাঁরা অনেকেই কুইন্টাল প্রতি ৫০০ টাকারও কম দামে আলু বেচতে বাধ্য হন। পরে সরকার কুইন্টাল প্রতি ৬০০ টাকার ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা করে, যা খরচের থেকে অনেক কম।

এবারের মরশুমে লাভের আশা ছিল। এবারের জ্যোতি আলু বসাতে একর প্রতি গড় খরচ বয়েছে ৫৭ হাজার টাকা। চন্দ্রমুখীর ক্ষেত্রে ৬৬ হাজার টাকার বেশি। কিন্তু নিম্নচাপের বৃষ্টির অধিকাংশেরই আলু গাছ নষ্ট হয়ে গেছে। নতুন করে আবার আলু বসাতে গেলে খরচ হচ্ছে একর পিছু ২৩ হাজার টাকা থেকে ৩২ হাজার টাকা। এরপর আলু তোলার খরচ আছে। গত মরশুমের মতো ফলন না হওয়ারই আশঙ্কা। সম্পন্ন চাষি ফলন কমলে লাভ করতে পারবেন। কারণ চাহিদা বাড়লে দাম বাড়বে। মজুত করতে পারলে আরও লাভ। লাভ ব্যবসায়ী, আলুর বন্ড নিয়ে ফাটকা খেলার কারবারীদের। কিন্তু প্রান্তিক, ভাগ বা চুক্তি চাষিদের এই বিপুল ক্ষতি পূরণ হবে না।

২০২১ সালে বোরো ধান চাষ করে অনেকেরই লোকসান হয়েছিল। আমন ধান চাষ শুরুর সময়েই বিপত্তি। দক্ষিণবঙ্গের অনেক স্থানেই বন্যা হয়েছিল। অনেককেই দ্বিতীয়বার ধান বসাতে হয়। ধান রুইতে দেরি হলে, কাটতে ও ঝাড়তেও দেরি। তাই অনেকেরেই ডিসেম্বরের বৃষ্টিতে ধান নষ্ট হয়েছে। যেটুকু বাঁচানো গেছে, সেটুকুর মান খারপ বলেদাম খুব কম নিলেছে। যাঁরা বৃষ্টির আগে ধান তুলতে পেরেছিলেন, তাঁদের অনেককে লোকসানে ধান বেচতে হয়েছে। এবারে ধানের সহায়ক মূল্য, কুইন্টাল প্রতি ১৯৪০ টাকা। কেন্দ্রীয় ধান্য ক্রয় কেন্দ্রে বিক্রি করলে কুইন্টাল প্রতি বাড়তি ২০ টাকা বোনাস,। বাস্তবে অনেকেই ব্যবসায়ী বা মহাজনের কাছে কুইন্টাল প্রতি ১৪০০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা দরে ধান বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন। অনেকে বেচছেন তার থেকেও কম দরে। নিজের জমিতে চাষ করেও লোকসান হয়ে। যাঁরা অন্যের জমিতে চাষ করলেন, তাঁদের লোকসানের পরিমাণ আরও বেশি। সরকারি কেন্দ্রে ধান বিক্রি করতে জমির নথি চাই। সরকারি ধান কেনার কেন্দ্র দূরে হলে ফসল নিয়ে যাওয়ার সমস্যা আছে। কুইন্টালপিছু কিছু ধান বাদ যায়। অভিযোগ, নানা অজুহাতে ধান বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। ধান বিক্রির টোকেন পেতেও নানা হুজ্জত। ক্ষুদ্র বা ভূমিহীন চাষিরএত হুজ্জত পোহানোর সুযোগ নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নগদ পয়সা হাতে পেতে হবে। তাই ব্যবসায়ীদের কাছেই ধান বেচতে বাধ্য হন। দাদন নিলে মহাজনের কাছে ফসল বিক্রির বাধ্যবাধকতা থেকেই যায়। শুধু ধান বা আলু নয়। ২০২১ সালে প্রায় সব ফসলই অভাবী বিক্রিতে কৃষক বাধ্য হয়েছেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অনেক ফসল মাঠে নষ্ট হয়েছে। বড় চাষি লোকসান পুষিয়ে নিতে পারেন। ফসল বিক্রিরও তাড়া থাকে না। ফসল রেখে দাম বাড়লে বা সরকার ফসল কিনলে বিক্রি করেন। কিন্তু প্রান্তিক কৃষক, অন্যের জমিতে চাষ করা কৃষকের টাকা তাড়াতাড়ি দরকার। ধান মেটাতে হবে, পরের ফসল ফলাতে হবে, দাদন নিলে মহাজনকে বা চুক্তি অনুযায়ী জমির মালিককে টাকা বা ফসল দিতে হবে। সরকার, বাজার কেউ তার কথা ভাবে না। বাজার অর্থনীতি চলে তার লাভের অঙ্কে আর সরকার চলে সেই অর্থনীতিকে তোয়াজ করে।

> অনেকেই তাই চাষ করা ছেড়ে দিচ্ছেন। নতুন প্রজন্ম চাষে উৎসাহ হারাচ্ছেন। রোজগারের আশায় পাড়ি দিচ্ছেন শহরে, অন্য রাজ্যে। পুঁজির অতি লোভনীয় সস্তা শ্রমের জোগানদার। কৃষিতে যত সংকট বাড়ছে, তত কর্পোরেট সংস্থাগুলির নজর পড়ছে।

কৃষকবন্ধু, কিষাণ, ক্রেডিট কার্ড থেকে শুরু করে ক্ষতিপূরণ, শস্যবিমা সবেরই জন্য জমির নথি চাই। পরচায় নাম থাকতে হবে। নাহলে বর্গা বা ভাগ চাষি হিসেবে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। খাস জমিতে চাষ করলে পাট্টা চাই। অন্যের জমিতে চাষ করলে শস্যবিমা সহ কিছু সরকারি প্রকল্পে ভূমিহীন কৃষকের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু জমি, তার মালিকের তথ্য দিতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাগে বা চুক্তিতে চাষ হয় মুখের কথায়। নথি থাকে না। অনেক মালিক তথ্য দিতেও চান না। তাই সরকারি সুযোগ পান জমির মালিক। তাঁর জমিতে অন্য কেউ চাষ করলে বাস্তবে সুযোগ পান না। সরকার নানা প্রকল্পে কতজন উপকৃত হয়েছেন, তার হিসেব দেয়। কিন্তু উপকৃতদের মধ্যে কতজন প্রকৃত কৃষক তার হদিশ মেলে না। অন্যের জমিতে চাষ করা কৃষক যখন মরতে বসেছেন, তখন নিজে চাষ না করা অনেক জমির মালিকের কাছে অর্থ উপার্জনের পথ খুলেছে।

অপরেশন বর্গা, পাট্টার লড়াইয়ের পরেও বাস্তবে রাজ্যে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। অনেক প্রান্তিক কৃষক জমি রাখতে পারছেন না। ভূমিহীন কৃষকদের বঞ্চনা কৃষক আন্দোলনে অনেকখানি উপেক্ষিত। রাজ্যে অধিকাংশ ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের ব্যবস্থা নেই। কৃষকের থেকে সরাসরি ফসল কেনার সরকারি ব্যবস্থাটাও দূর্বল। বাজারে খাদ্যশস্যের দাম চড়া হলেও, কৃষক অভাবী বিক্রিতে বাধ্য হন। অনেকেই তাই চাষ করা ছেড়ে দিচ্ছেন। নতুন প্রজন্ম চাষে উৎসাহ হারাচ্ছেন। রোজগারের আশায় পাড়ি দিচ্ছেন শহরে, অন্য রাজ্যে। পুঁজির অতি লোভনীয় সস্তা শ্রমের জোগানদার। কৃষিতে যত সংকট বাড়ছে, তত কর্পোরেট সংস্থাগুলির নজর পড়ছে। কৃষকের কাছে চাষ অলাভজনক হলে, তাদের সুবিধে। দেশের ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোল কৃষি আইন রুখে দিয়েছে। কিন্তু কর্পোরেট পিছু হঠবে ভাবার কোনও কারণ নেই। বাজার অর্থনীতিতে এই রোগমুক্তির নিদান নেই। সেখানে কেবলই আমাদের সর্বনাশ করে, কর্পোরেটদের পৌষমাসের আয়োজন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

প্রধানমন্ত্রীরনিরাপত্তা মামলা: সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি-আইনজীবীদের খলিস্তানি হুমকি

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কনভয় ঘিরে বিক্ষোভ দেখানোর ঘটনায় নতুন মোড়। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় গলদের মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য আইনজীবীদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ। এমনকী, বিচারপতিদেরও সতর্ক করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর এমনটাই। অভিযোগ, এই হুমকি ফোন আসছে খলিস্তানি জঙ্গি সংগঠনের সদস্যদের কাছ থেকে। হুমকি ফোন পেয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন দীপক প্রকাশ নামে এক আইনজীবী। তাঁর কথায়, "ফোনে উসকানিমূলক কথাবার্তা বলা হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা চলছে।" অভিযোগ, এদিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ একাধিক আইনজীবী ফোন পান। ফোনগুলি করেছিল ভারতে নিষিদ্ধ খলিস্তানি জঙ্গি সংগঠন শিখ ফর জাস্টিসের সদস্যরা। তাদের দাবি সেদিন পাঞ্জাবে রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল খলিস্তানি জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরাই। তাদের কথায়, প্রধানমন্ত্রী শিখ কৃষকদের উপর অত্যাচার করেছে। তাই বিচারপতিদের মোদীকে সাহায্য করা উচিৎ নয়। বিচারপতি এবং আইনজীবীদের এই মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর নিদান দিয়েছে নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্যরা।

অভিযোগপত্রে দীপকবাবু আরও লিখেছেন, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার ঘটনাকে হাতিয়ার করে দেশে হিংসা ছড়াতে চাইছে শিখ ফর জাস্টিসের সদস্যরা। এদিন সকাল থেকে সুপ্রিম কোর্টের একাধিক আইনজীবীকে ফোন করে হুমকি দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের ফোন পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীদের সংগঠনের ট্রেজারার নিখিল জৈনও। উত্তরপ্রদেশ সরকারের এক আইনজীবীও লন্ডন থেকে ফোন পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। তাকে ফোন করে বলা হয়, বিচারপতিরা যেন প্রধানমন্ত্রীর এই মামলা থেকে সরে দাঁড়ান। একই ধরনের ফোন পেয়েছিলেন মহারাষ্ট্র সরকারের হয়ে আদালতে লড়াই করা আইনজীবী নিশান্ত কাটনেসওনেকার। তাঁর দাবি, ব্রিটেনের নম্বর থেকে ফোন করে তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়েছে। উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর আরজি, দ্রুত বিষয়টি দেখুন। নয়তো বড়সড় অশান্তি হবে।

—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

টিআরটিসির কর্মীরা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদারকে সংবর্ধনা দিয়েছেন সোমবার। ছবি নিজস্ব।

দেশব্যাপী শুরু বুস্টার টিকা, করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একধাপ এগোল ভারত

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): করোনা ও মারণ ভাইরাসের নতুন প্রজাতি ওমিক্রনের বাড়বাড়ন্তের মধ্যেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সোমবার থেকে ভারত শুরু হয়েছে বুস্টার টিকা প্রদান। এদিন স্বাস্থ্যসেবা কর্মী, প্রথমসারির কর্মী এবং কমোর্বিডিটি রয়েছে এমন ষাটোর্ধ ব্যক্তিদের বুস্টার টিকা দেওয়া শুরু হয়েছে। এদিন দিল্লি থেকে কলকাতা, জয়পুর থেকে ভোপাল-দেশের সর্বত্রই সংশ্লিষ্ট প্রাপকদের বুস্টার ডোজ দেওয়া হয়েছে। কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুর শ্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী মেডিকেল কলেজে এদিন স্বাস্থ্যসেবা কর্মী, প্রথমসারির কর্মী এবং কমোর্বিডিটি রয়েছে এমন ষাটোর্ধ ব্যক্তিদের বুস্টার টিকা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বাসভরাজ বোম্মাই।

বুস্টার ডোজ দেওয়া হয় বিহারের পাটনাতেও, দিল্লির রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতাল-সহ দিল্লির বিভিন্ন হাসপাতালে এদিন যোগ্য প্রাপকদের দেওয়া হয় বুস্টার ডোজ। বুস্টার ডোজ দেওয়া হয় হায়দরাবাদের সরকারি উনানি হাসপাতালে, সেখানে উপস্থিত ছিলেন তেলেঙ্গানার স্বাস্থ্যমন্ত্রী টি হরিশ রাও। চেন্নাই ও কলকাতাতেও এদিন স্বাস্থ্যসেবা কর্মী, প্রথমসারির কর্মী এবং কমোর্বিডিটি রয়েছে এমন ষাটোর্ধ ব্যক্তিদের বুস্টার টিকা দেওয়া হয়। চেন্নাইয়ে উপস্থিত ছিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন।

উল্লেখ্য, টিকাদান কেন্দ্রে গিয়ে নাম নথিভুক্ত করালেই এই বুস্টার টিকা পাওয়া যাবে। স্বাস্থ্যকর্মী, প্রথম সারির কর্মীরা ছাড়া ষাটোর্ধ যে সব ব্যক্তির হাইপার টেনশন, ডায়বেটিস এবং অন্য কোন অসুখ রয়েছে, তাঁরা চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এই টিকা নিতে পারবেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, দ্বিতীয় টিকা নেওয়ার অন্তত ৯ মাস পর এই বুস্টার টিকা নেওয়া যাবে। প্রথম এবং দ্বিতীয় টিকার মতোই তৃতীয় টিকা এক হতে হবে। কোনও মিশ্রণ চলবে না। অর্থাৎ যাঁরা কোভ্যাকসিন নিয়েছেন, তাঁদের ওই টিকাই নিতে হবে। আবার যাঁরা কোভিশিল্ড নিয়েছেন, তাঁদেরও তৃতীয় টিকা কোভিশিল্ডেরই নিতে হবে। তবে অন্যান্যরা এই টিকা কবে পাবেন, তা নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রক কিছু জানায়নি।

করোনা-স্ফীতির মধ্যেই কমল টিকাদান, ভারতে ১৫১.৯৪-কোটি টিকাকরণ সম্পূর্ণ

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): প্রতি রবিবারের মতো এই রবিবারও অনেক কম টিকাকরণ হয়েছে ভারতে, তাও আবার করোনার বাড়বাড়ন্তের মধ্যেই। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন মাত্র ২৯ লক্ষ ৬০ হাজার ৯৭৫ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৫১.৯৪-কোটি টিকাকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,৫১,৯৪,০৫,৯৫১ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। ভারতে ৬৯.১৫-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৯ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১৩,৫২,৭১৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৬৯,১৫,৭৫,৩৫২-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৩,৫২,৭১৭ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৭২৩ জন।

বিজেপি ছাড়লেন গোয়ার মাইকেল লোবো, মন্ত্রিত্ব ও বিধায়ক পদ থেকেও ইস্তফা

পানাজি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): গোয়ায় বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বড়সড় ধাক্কা খেল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। বিজেপির সঙ্গে দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক ছিল করলেন মাইকেল লোবো। শুধু বিজেপিই ছাড়েননি, সোমবার গোয়ার মন্ত্রিসভা ও বিধায়ক পদ থেকেও তিনি ইস্তফা দিয়েছেন। বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করার পর মাইকেল লোবো জানিয়েছেন, 'মনোহর পারিক্করের উত্তরাধিকারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম এমন কাউকে গোয়া বিজেপিতে দেখতে পাচ্ছি না, দলের যে সমস্ত কর্মীরা তাঁকে সমর্থন করেছিলেন তাঁদের উপেক্ষা করা হচ্ছে।' মাইকেল লোবো আরও জানিয়েছেন, 'গোয়ার মন্ত্রিত্ব ও বিধায়ক পদ থেকে আমি ইস্তফা দিয়েছি। আশা করছি কলংগুট আসনের জনগণ আমার সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাবেন। আমি অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করছি। আমাকে যেভাবে দেখা হচ্ছিল তাতে আমি অসন্তুষ্ট এবং দলের অন্যান্য কর্মীরাও অসন্তুষ্ট।' মাইকেল লোবো এদিন গোয়া বিধানসভার স্পিকার ও মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন। বিজেপি ছেড়ে এবার কী তাহলে কংগ্রেসে যোগ দেবেন লোবো, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, 'আমি অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করছি।'

মুম্বইয়ে কাঠের গোডাউনে ভয়াবহ আগুন, কুরলায় গ্যাস লিকেজে হতাহত ৩

মুম্বই, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): মুম্বইয়ের বাইকুল্লা এলাকায় বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে গেল একটি কাঠের গোডাউন। সোমবার সকাল ৬টা নাগাদ বাইকুল্লা এলাকার মুস্তাফা বাজারের কাছে একটি কাঠের গোডাউনে আগুন লাগে। গোডাউনের ভিতরে প্রচুর দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। গলগল করে ধোঁয়া ও আগুন বেরোতে থাকে ওই গোডাউন থেকে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট ৮টি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

বিভাগীয় দমকল অফিসার কে ডি ঘাদিগাঁওকর জানিয়েছেন, সকাল ৬টা নাগাদ আগুন লাগে বাইকুল্লা এলাকার মুস্তাফা বাজারের কাছে অবস্থিত কাঠের গোডাউনে। দমকলের ৮টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। কীভাবে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অগ্নিকাণ্ডে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এদিনই ঘাটকোপার পশ্চিমের কুরলা শিল্পাঞ্চল এলাকায় গ্যাস লিকেজে মৃত্যু হয়েছে একজনের এবং দু''জন আহত হয়েছেন। বৃহন্মুম্বই পৌর নিগম জানিয়েছে, সোমবার ঘাটকোপার পশ্চিমের কুরলা শিল্পাঞ্চল এলাকায় গ্যাস লিকেজের ঘটনা ঘটেছে। বিষাক্ত গ্যাসের গন্ধে মৃত্যু হয়েছে একজনের এবং দু''জন আহত হয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নিউইয়র্কের আবাসনে বৈদ্যুতিক হিটার থেকে আগুন, মৃত্যু ৯ শিশু-সহ ১৯ জনের

নিউইয়র্ক, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): নিউয়র্কের আবাসনে বৈদ্যুতিক হিটার থেকে আগুন লেগে প্রাণ হারালেন কমপক্ষে ১৯ জন। মৃত ১৯ জনের মধ্যে ৯টি শিশু। আমেরিকার সাম্প্রতিক স্মৃতিতে সবচেয়ে ভয়াবহ আবাসনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার। আতঙ্কে ও প্রাণে বাঁচতে জানালা থেকে "বাঁচাও, বাঁচাও" করে চিৎকার করতে থাকেন আবাসিকরা। প্রতিটি তলেই আটকে পড়েছিলেন আবাসিকরা। মেয়র এরিক অ্যাডামস জানিয়েছেন, 'আবাসনের আগুনে ৯টি শিশু-সহ ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং কমপক্ষে ৬৩ জন জখম হয়েছেন। অনেকের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।' নিউয়র্কের ব্রঙ্কস শহরে অবস্থিত ১৯-তলা আবাসনের দ্বিতীয় ও ত্রুটি তলায় বেলা এগারোটার কিছু আগে আগুন লাগে। অন্ততপক্ষে ২০০ জন দমকল কর্মী অক্লান্ত পরিশ্রম করেন আগুন নেভানোর জন্য। তৃতীয় তলার জানালা থেকে আগুনের শিখা এবং ঘন কালো ধোঁয়া গলগল করে বেরোতে থাকে। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর আগুন নেভানো সম্ভব হলেও প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নি ১৯ জনকে। পাশাপাশি জখম অবস্থায় ৬৩ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কন্নড় লেখক চন্দ্রশেখর পাটিলের জীবনাবসান, সাহিত্য জগতে অপূরণীয় ক্ষতি

বেঙ্গালুরু, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): কন্নড় সাহিত্য জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল, প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট কন্নড় লেখক ও সমাজকর্মী অধ্যাপক চন্দ্রশেখর পাটিল। "চম্পা" নামেই বেশি জানা যেত তাঁকে। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে দীর্ঘদিন ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন, সোমবার বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। "চম্পা" নামেই পরিচিত ছিলেন চন্দ্রশেখর পাটিল, একজন সুপরিচিত কবি, নাট্যকার এবং "বান্দায়া" আন্দোলনের (প্রগতিশীল, বিদ্রোহী সাহিত্য আন্দোলন) অন্যতম প্রধান কণ্ঠস্বর হিসেবে বিবেচিত তিনি। প্রভাবশালী সাহিত্য পত্রিকা "সংক্রমণা"-র সম্পাদক ছিলেন তিনি। তিনি ঐতিহাসিক গোকাক আন্দোলন, বান্দায়া আন্দোলন এবং জরুরি অবস্থা বিরোধী আন্দোলন, মন্ডল রিপোর্ট বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন-সহ অনেক সামাজিক ও সাহিত্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য পরিচিত ছিলেন। কর্ণাটকের ধারওয়ারে কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে অবসর নেওয়ার পর, কন্নড় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি এবং কন্নড় উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন চন্দ্রশেখর পাটিল।

ভারতে মৃত্যু নিয়ন্ত্রণেই, লাগামহীন কোভিড-সংক্রমণ ১.৭৯-লক্ষের ঊর্ধ্বে

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা। নতুন আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটা বাড়লেও, এখনও পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে রয়েছে মৃত্যুর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৭২৩ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ১৪৬ জন রোগীর। দৈনিক সংক্রমণের হার অনেকটাই বেড়ে এই মুহূর্তে ১৩.২৯ শতাংশে পৌঁছেছে।

বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৭২,৩৬,১৯-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ১,৩৩,০০৮ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ২.০৩ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার) করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন মাত্র ২৯ লক্ষ ৬০ হাজার ৯৭৫ জন প্রাপক, ফলে ভারতে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৫১,৯৪,০৫,৯৫১ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। ভারতে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪,০৩৩-তে পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৪৬ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৮৩,৯৩৬ জন (১.৩৬ শতাংশ)। রবিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪৬,৫৬৯ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৪৫,০০,১৭২ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৬.৬২ শতাংশ। নতুন করে ১,৭৯,৭২৩ জন সংক্রমিত হওয়ার পর ভারতে মোট কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৫৭,০৭,৭২৭ জন।

কোভিডের টিকা-ছুট সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা, বার্তা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহন্তের

যোরহাট (অসম), ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : কোভিড প্রতিষেধক নেননি এমন সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। আজ সোমবার সকালে যোরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কোভিডের বুস্টার ডোজ প্রদান প্রক্রিয়ার শুভারম্ভ করে প্রদত্ত বক্তব্যে এই ঘোষণা করেছেন মন্ত্রী। স্বাস্থ্যমন্ত্রীনকেশব বলেন, যে সকল সরকারি কর্মচারী কোভিডের প্রতিষেধক গ্রহণ করবেন না তাঁরা সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে আসতে পারবেন না। যাঁরা প্রতিষেধক না নিয়ে সরকারি কার্যালয়ে আসতে পারবেন না সেই সব কর্মচারী ঘরে বসে থাকলেও বিনিময়ে বেতনও মিলবে না, তা-ও শুনিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। প্রসঙ্গত, খোদ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বার বার সরকারি কর্মচারীদের কোভিডের সম্পূর্ণ টিকা নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন। তবু একাংশ সরকারি কর্মচারী কোভিডের সম্পূর্ণ টিকা নেননি।

তালিবানের শুদ্ধি অভিযান! বরখাস্ত ২৫১৪ সদস্য

লাহোর, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : শুদ্ধি অভিযান চালাল আফগানিস্তানের অন্তর্বর্তী তালিবান সরকার। নিজেদের মধ্যে শুদ্ধি অভিযান চালিয়ে আড়াই হাজারের বেশি জনকে বরখাস্ত করেছে তালিবান সরকার। তাদের মধ্যে অনেককে আটক করা হয়েছে। তালিবানের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা লতিফুল্লাহ হাকিমির উল্লেখ করে ইরানের বার্তা সংস্থা তাসনিম এ খবর জানিয়েছে। রবিবার তালিবান সরকারের শুদ্ধি অভিযান বিষয়ক কমিশনের চেয়ারম্যান হাকিমি কাবুলে বলেন, এই কমিশনের কাজ শুরুর পর এখন পর্যন্ত বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার দায়ে ২৫১৪ জন তালিবান সদস্যকে বরখাস্ত বা আটক করা হয়েছে। লতিফুল্লাহ হাকিমি বলেন, সাধারণ মানুষের অভিযোগ ও তাদের দেওয়া তথ্য এবং মূল ধারার গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত অভিযোগ পর্যালোচনা করেই তালিবান সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তবে এই শুদ্ধি অভিযানে আফগানিস্তানের বেশ কয়েকটি প্রদেশের গভর্নরকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ১৫ আগস্ট কাবুল দখলের মাধ্যমে পুরো দেশের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় তালিবানের হাতে। এরপর তারা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করে। সেই সরকারই এখন দেশ চালাচ্ছে।

কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের সেবায়েতদের জন্য উপহার হিসেবে পাটের জুতো পাঠালেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) :খালি পায়ে পড়ল মোদীর পরশ, কাশী বিশ্বনাথ ধামে কর্মরতদের জন্য উপহার হিসেবে পাটের জুতো পাঠালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মন্দিরের চত্বরে চামড়া বা রাবারের জুতো পরে কাজ করার নিয়ম নেই। তাই খালি পায়েই কাজ করতে বাধ্য হন। সেই বিষয়টি জানতে পেরেই কাশী বিশ্বনাথ ধামে কর্মরতদের জন্য ১০০ জোড়া পাটের জুতো পাঠালেন প্রধানমন্ত্রী। কাশী বিশ্বনাথ ধামের নয়া করিডর উদ্বোধন করতে দু'দিনের সফরে বারাণসী গিয়েছেন মোদী। সেখানে উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি মন্দিরে পুজো দিয়েছিলেন তিনি। সময় কাটিয়েছিলেন মন্দিরের কর্মীদের সঙ্গেও। সেই সময়ই তাঁর নজরে আসে সেবায়েত এবং কর্মীদের খালি পায়ে চলাফেরার বিষয়টি।তিনি জানতে পেরেছিলেন মন্দির এবং মন্দির চত্বরে চামড়া ও রবারের জুতো পরা নিষিদ্ধ হওয়ার কারনে মন্দিরের সেবায়েত এবং কর্মীরা খালি পায়েই চলাফেরা করেন। এরপরই সেই সেবায়েত এবং কর্মীদের জন্য এক অনন্য উদ্যোগ নেন তিনি। সিদ্ধান্ত নেন ১০০ জোড়া জুতো উপহারের। সেই মত কাশী বিশ্বনাথ ধামের সেবায়েত এবং কর্মীদের জন্য ১০০ জোড়া পাটের জুতো তৈরির বরাত দেন প্রধানমন্ত্রী। রঙ-বেরঙের কারুকার্য করা সেই অভিনব উপহার ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মন্দিরের সেবায়েত এবং কর্মীদের কাছে পৌঁছেও গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর পাঠানো উপহার পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই খুশি মন্দিরের কর্মী এবং সেবায়েতরা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মন্দিরের এক কর্মী জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর উপহার পেয়ে আমরা খুবই খুশি।

মাইনাস ১০ ডিগ্রিতে কাঁপছে গুলমার্গ, কাশ্মীর উপত্যকা ঢেকেছে বরফে

শ্রীনগর, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): কাশ্মীরের চারিদিক এখন শুধু বরফ আর বরফ। শ্রীনগর থেকে গুলমার্গ, কার্গিল থেকে দ্রাস, পহেলগাম থেকে লেহ-সর্বত্রই শ্বেতশুভ্র বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে। মাইনাস ১০.০ ডিগ্রিতে কাঁপছে কাশ্মীরের গুলমার্গ, শ্রীনগরের তাপমাত্রা কমে ০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। শীতকালীন মরশুমের সবথেকে শীতলতম মরশুম ৪০ দিন ব্যাপী "চিল্লাই কালান" এই মুহূর্তে চলছে কাশ্মীরে। কাশ্মীরের পহেলগামে তাপমাত্রা কমে মাইনাস ২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, লাদাখের লেহ-তে সোমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৯.৫ ডিগ্রি, কার্গিলে মাইনাস ৭.০ ডিগ্রি এবং সাইবেরিয়ার পর বিশ্বের দ্বিতীয় শীতলতম স্থান দ্রাসে তাপমাত্রা পারদ নেমে ৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে কাশ্মীরে।

শ্রমিক নেতা বিপ্লব করের তত্বধানে দুঃস্থদের মধ্যে খাবার বিতরণ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। ছবি নিজস্ব।

ভারতে ওমিক্রনে আক্রান্ত বেড়ে ৪,০৩৩ এবার দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল রাজস্থান

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতে ওমিক্রনের বাড়বাড়ন্তে রাশ টানাই যাচ্ছে না, দেশে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪ হাজার ৩৩-এ পৌঁছে গিয়েছে, ওমিক্রনে সংক্রমিত ৪,০৩৩ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১,৫৫২ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল পর্যন্তে ভারতে ওমিক্রনে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪,০৩৩-এ পৌঁছেছে, মোট ২৭টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সন্ধান মিলেছে ওমিক্রনের।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক সোমবার সকালের বুলেটিনে জানিয়েছে, মহারাষ্ট্রে ওমিক্রনে মোট আক্রান্ত হয়েছেন ১,২১৬ জন, দিল্লিকে পিছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে রাজস্থান, সেখানে আক্রান্ত ৫২৯ জন, দিল্লিতে ৫১৩ জন, কর্নাটকে ৪৪১ জন, কেরলে ৩৩৩ জন, গুজরাটে ২৩৬ জন, তামিলনাড়ুতে ১৮৫ জন, হরিয়ানার ১২৩ জন, তেলেঙ্গানায় ১২৩ জন, উত্তর প্রদেশে ১১৩ জন, ওড়িশায় ৭৪ জন, অন্ধ্রপ্রদেশে ২৮ জন, পঞ্জাবে ২৭ জন, পশ্চিমবঙ্গেও ২৭ জন, গোয়ায় ১৯ জন, মধ্যপ্রদেশে ১০ জন, অসমে ৯ জন, উত্তরাখণ্ডে ৮ জন, মেঘালয়ে ৪ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩ জন, চন্ডীগড়ে ৩ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৩ জন, পুদুচেরিতে দু''জন, ছত্তিশগড়ে একজন, হিমাচল প্রদেশে একজন, লাদাখে একজন ও মণিপুরে একজন ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওমিক্রনে আক্রান্ত ৪,০৩৩ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই ১,৫৫২ জন সুস্থ হয়েছেন। মহারাষ্ট্রে সুস্থ হয়েছেন ৪৫৪ জন, রাজস্থানে ৩০৫ জন, দিল্লিতে সুস্থ হয়েছেন ৫৭ জন, কর্নাটকে ২৬ জন, কেরলে ৯৩ জন সুস্থ, গুজরাটে ১৮৬ জন সুস্থ হয়েছেন, তামিলনাড়ুতে ১৮৫ জনই সুস্থ, হরিয়ানায় ৯২ জন, তেলেঙ্গানায় ৪৭ জন, উত্তর প্রদেশে ৬ জন, ওড়িশায় ৮ জন, অন্ধ্রপ্রদেশে ৯ জন, পঞ্জাবে ১৬ জন, পশ্চিমবঙ্গে ১০ জন, গোয়ায় ১৯ জন, অসমে ৯ জন, মধ্যপ্রদেশে ১০ জন সুস্থ, উত্তরাখণ্ডে ৫ জন, মেঘালয়ে ৩ জন, চন্ডীগড়ে ৩ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৩ জন, পুদুচেরিতে দু''জন, ছত্তিশগড়ে একজন, হিমাচল প্রদেশে একজনই সুস্থ, লাদাখে একজন ও মণিপুরে ওমিক্রনে আক্রান্ত একজন সুস্থ হয়েছেন।

হরেকরকম
হরেকরকম
হরেকরকম

কোষ এবং শরীর গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ক্যালসিয়াম

হাড়, মাংশপেশী, দাঁত, কোষ এবং শরীরের বিভিন্ন অংশ গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ক্যালসিয়াম। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দিনে ১ হাজার মিলিগ্রাম ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন হয়। যা প্রায় তিন আট আউন্স গ্লাস পরিমাণ দুধ থেকে পাওয়া যায়। তবে আপনি যদি নিরামিষাশী হন বা দুধ যদি সহ্য না হয় অথবা দুগ্ধজাত খাবার খেতে ভালো না লাগে, তাহলে কী করবেন ? দুধ ও দুগ্ধভাত খাবার ছাড়াও অন্য অনেক খাবার থেকেই ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণ করা যায়।

ব্রকলিঃ দুই কাপ পরিমাণ ব্রকলিতে রয়েছে ৮৬ মিলিগ্রাম পরিমাণ ক্যালসিয়াম। ক্যালসিয়াম ছাড়াও ব্রকলিতে রয়েছে একটি কমলালেবুর তুলনায় দ্বিগুণ ভিটামিন সি। তাছাড়া ব্রকলি ক্যান্সারের ঝুঁকিও কমিয়ে আনতে পারে।

কমলালেবুঃ বড় আকারের একটি কমলালেবুতে থাকে প্রায় ৭৪ মিলিগ্রাম পরিমাণ ক্যালসিয়াম। আর এক কাপ কমলার রসে থাকে ২৭ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম। তাছাড়া ভিটানি সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টযুক্ত খাবার হিসেবে এই ফলের জুড়ি নেই।

স্যামন মাছ ঃ আমাদের দেশে এখন যে কোনও বড় দোকানে টিনজাত স্যামন মাছ পাওয়া যায়। আধা টিন স্যামন মাছে থাকে প্রায় ২৩২ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম।

ট্যাঁরশ ঃ এক কাপ পরিমাণ ট্যাঁরশে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ প্রায় ৮২ মিলিগ্রাম। তাছাড়া ফাইবারযুক্ত খাবারের দারুণ একটি উৎস হলো এই সবজি।

কাজুবাদাম ঃ এক আউন্স পরিমাণ কাজুবাদামে থাকে প্রায় ৭৫ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম। তাছাড়া সারাদিনের প্রয়োজনীয় প্রোটিনের ১২ শতাংশ চাহিদা পূরণ করতে পারে এই বাদাম। তাছাড়া কাজুবাদামে রয়েছে ভিটামিন ই এবং পটাশিয়াম। এছাড়া লালশাক, কচুশাক, পালংশাক ইত্যাদি শাকেও প্রচুর ক্যালসিয়াম রয়েছে। কাঁচকলা, বিট, কচু, কচুরমুখী, মিষ্টিআলু, ওল, ধনেপাতা, মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া, বরবটি ইত্যাদি সবজিতেও পাওয়া যায় প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম। পেয়ারা, তরমুজ, জলপাই, আতা, আঙুর, জাম ইত্যাদি মৌসুমি ফল ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণ করতে পারে।

বিপজ্জনক দশটি ভাইরাসের কথা

এবোলা ভাইরাসের কথা শুনে আপনার মনে আতঙ্ক তৈরি হতে পারে। তবে এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক ভাইরাস নয়। এমনকি এইচআইভিও নয়। তাহলে সবচাইতে বিপজ্জনক ভাইরাস কোনটি ?

মারবুর্গ ভাইরাস--- পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক ভাইরাসের নাম মারবুর্গ ভাইরাস। জার্মানির লান নদীর পাশের শহর মারবুর্গের নামে ভাইরাসটির নামকরণ হলেও এই শহরের সঙ্গে সেটির আসলে কোনো সম্পর্ক নেই। হেমোরেজিক জ্বর সৃষ্টিকারী এই ভাইরাসের লক্ষণ অনেকটা এবোলোর মতই, তবে এতে আক্রান্তের মৃত্যুর আশঙ্কা ৯০ শতাংশ।

এবোলো— এবোলো ভাইরাসের পাঁচটি ধরন রয়েছে। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ এবং অঞ্চলের নামে এগুলোর নামকরণ করা হয়েছে, জাইরি, সুদান, তাই ফরেস্ট, বুন্ডিবিগিয়ো এবং রোস্টান। বর্তমানে গিনিয়া, সিয়েরা লিওন এবং লাইবেরিয়া সহ বিভিন্ন দেশে মহামারী ছড়াচ্ছে। আর এটিই এবোলোর সবচেয়ে মারাত্মক সংস্করণ, যাতে মৃত্যর শঙ্কা ৯০ শতাংশ।

হেন্টাভাইরাস— হেন্টা ভাইরাস বলতে অনেক ধরনের ভাইরাসকে বোঝানো যায়। ধারণা করা হয় ১৯৫০ সালে কোরিয়া যুদ্ধের সময় হেন্টা নদীর তীরে অবস্থানকালে মার্কিন সেনারা এই ভাইরাসে আক্রান্ত হন। এতে আক্রান্তের লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে ফুসফুসে প্রদাহ, জ্বর এবং কিডনি অকেজো হয়ে যাওয়া।

বার্ড ফ্লু--- বার্ড ফ্লু ভাইরাসের বিভিন্ন সংস্করণ নিয়মিতই আতঙ্ক তৈরি করছে। এটা যৌক্তিকও কেননা এই ভাইরাসে মৃত্যুর হার সত্তর শতাংশ। তবে এতে সংক্রমণ সহজ নয়।

শুধুমাত্র হাস মুরগির সংস্পর্শে গেলে এতে সংক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে। এশিয়াতে এই ভাইরাস সংক্রমণের হার বেশি। কারণ সে অঞ্চলের অনেক মানুষ মুরগির খুব কাছে বসবাস করেন।

লাসা ভাইরাস--- নাইজেরিয়ার একজন সেবিকা প্রথম লাসা ভাইরাসে আক্রান্ত হন। ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর মাধ্যমে এই ভাইরাস ছড়ায়। তবে ভাইরাসটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে ছড়ায়। পশ্চিম আফ্রিকায় এই ভাইরাস ছড়ানোর প্রবণতা বেশি। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, সেখানকার ১৫ শতাংশ ইঁদুর লাসা ভাইরাস বহন করছে।

জুনিন --- আর্জেন্টিনার হেমোরেজিক জ্বরের সঙ্গে সম্পৃক্ত জুনিন ভাইরাস। সমস্যা হচ্ছে এটির লক্ষণ অনেক রোগের লক্ষণের মতো হওয়ায় শুরুতেই এটি সনাক্ত করা সম্ভব হয় না। ক্রিমিয়া কংগো জ্বরের ভাইরাসন ক্রিমিয়া কংগো জ্বরের ভাইরাস টিক পতঙ্গের মাধ্যমে ছড়ায়। তবে ভাইরাসটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে ছড়ায়। পশ্চিম আফ্রিকায় এই ভাইরাস ছড়ানোর প্রবণতা বেশি। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, সেখানকার ১৫ শতাংশ ইঁদুর লাসা ভাইরাস বহন করছে।

মাচুপো ভাইরাস--- বলিভিয়ার হেমোরহেজিক জ্বরের সঙ্গে সম্পৃক্ত মাচুপো ভাইরাস। এটি ব্লাক টাইপুস হিসেবেও পরিচিত। এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে মাত্রাতিরিক্ত জ্বর হয়, সঙ্গে শুরু হয় মারাত্মক রক্তপাত। জুনিন ভাইরাসের মতো এটির বৃদ্ধি ঘটে। মানুষ থেকে মানুষের দেহে এই ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটতে পারে।

কিয়াসানুর ফরেস্ট ভাইরাস--- ভারতের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলের উপকূলবর্তী বনভূমিতে প্রথম কিয়াসানুর ফরেস্ট ভাইরাস বা কেএফডি আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানীরা। সেটা ১৯৫৫ সালের কথা। এই ভাইরাস টিকের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়। তবে ঠিক কারা এটা বহন করে তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি।

ধারণা করাহয় ইঁদুর, পাখি এবং বন্য শুকর কেএফডি ভাইরাস বহন করে থাকতে পারে। ডেঙ্গু— ডেঙ্গু জ্বর এক নিয়মিত হুমকি। তাই আপনি মণ্ডলীয় অঞ্চলে ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা করলে, ডেঙ্গু সম্পর্কে আগে খোঁজ নিয়ে নিন। মশাবাহিত এই ভাইরাসে প্রতিবছর পর্যটনের জন্য বিখ্যাত থাইল্যান্ড এবং ভারতের মতো দেশে সব মিলিয়ে ৫০ থেকে ১০০ মিলিয়ন মানুষ আক্রান্ত হন। তবে পর্যটকদের চেয়ে গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য এই ভাইরাস বড় হুমকি।

রক্তনালী ব্লক হওয়া খুবই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার

অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের কারণে রক্তনালী ব্লক হওয়া খুবই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। এবং শুধুমাত্র এই কারণে হৃদপিন্ডের নানা সমস্যায়ভুগতে দেখা যায় অনেককে। এমনকি হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন অনেক রোগীই। কিন্তু রক্তনালী ব্লক হওয়ার এই সমস্যা থেকে খুবই সহজে মুক্ত থাকা যায় চিরকাল। আপনাকে এর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে না একেবারেই। খুবই সহজলভ্য কয়েকটি খাবার আপনার রক্তনালির সুস্থতা নিশ্চিত করবে। আপনাকে এর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে না একেবারেই। খুবই সহজলভ্য কয়েকটি খাবার আপনার রক্তনালির সুস্থতা নিশ্চিত করবে। আপেল--- আপেল রয়েছে পেকটিন নামক কার্যকরী উপাদান যা দেহের কোলেস্টেরল কমায় ও রক্তনালীতে প্লাক জমার প্রক্রিয়া ধীর করে দেয়। গবেষণায় দেখা যায় প্রতিদিন মাত্র ১টি আপেল রক্তনালির শক্ত হওয়া এবং ব্লক হওয়ার ঝুঁকি প্রায় ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দেয়। ব্রকলি--- ব্রকলিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন কে যা দেহের ক্যালসিয়ামকে হাড়ের উন্নতিতে কাজে লাগায় এবং ক্যালসিয়ামকে রক্তনালী নষ্ট করার হাত থেকে রক্ষা করে থাকে।

ব্রকলির ফাইবার উপাদান দেহের কোলেস্টেরল কমায় এবং উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। দারুচিনি--- দারুচিনির অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের সার্বিক উন্নতিতে কাজ করে থাকে। এছাড়াও গবেষণায় দেখা যায় প্রতিদিন মাত্র ১ চামচ দারুচিনি গুঁড়ো দেহের কোলেস্টেরল কমায় এবং রক্তনালিতে প্লাক জমে ব্লক হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে।

তৈলাক্ত মাছ---

তৈলাক্ত মাছ বিশেষ করে সামুদ্রিক তৈলাক্ত মাছের ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড দেহের ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা কমিয়ে হৃদপিন্ডকে চিরকাল সুস্ত ও নীরোগ রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তিসী--- তিসী বীজে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে আলফা লিনোলেনিক অ্যাসিড যা উচ্চ রক্তচাপ কমায় এবং রক্তনালির প্রদাহকে দূর করতে সহায়তা করে এবং সে সাথে রক্তনালির সুস্থতা নিশ্চিত করে। গ্রিন টি--- গ্রিন টি অর্থাৎ সবুজ চায়ে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যাচেটিন যা দেহে কোলেস্টেরল শোষণ কমায় এবং হৃদপিন্ডকে সুস্থ রাখতে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

প্রতিদিনের চা কফির পরিবর্তে গ্রিন টি পান করলে দেহের সুস্থতা নিশ্চিত হয়। কমলার রস --- গবেষণায় দেখা যায় প্রতিদিন ২ কাপ পরিমাণে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ কমলার রস পান করলে রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকে। এবং কমলার রসের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রক্তনালির সার্বিক উন্নতিতে কাজ করে ফলে রক্তনালি ড্যামেজ হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়।

মনের মানসিক চাপ থেকে স্বাস্থ্যের বিভিন্ন ক্ষতি হয়

পড়াশোনার চাপ, কাজের চাপ বা পারিপার্শ্বিকতার চাপ--- এসবই আমাদের মধ্যে তৈরি করে স্ট্রেস। এটা শুধু মানসিক চাপ সৃষ্টি করে না, বরং আমাদের শরীরের ওপরেও র য়েছে এর অনেক রকমের বিরূপ প্রভাব। অল্প কিছু স্ট্রেস আমাদের জন্য ভালো হল্যে এই স্ট্রেস যখন দীর্ঘস্থায়ী এবং নিয়মিত একটা ব্যাপারে পরিণত হয় তখনই আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। খুব বেশি স্ট্রেসে থাকা অবস্থায় যখন আমাদের অকারণেই বিভিন্ন অসুস্থতা দেখা যায় তখন ভাগ্যকে দোষারোপ করি আমরা। কিন্তু এসব অসুস্থতার পেছনে দায়ী একজনই, আর সে হল দীর্ঘস্থায়ী স্ট্রেস। দেখুন এই স্ট্রেস আমাদের কি কি ক্ষতি করছে।

থাইরয়েড হরমোনের পরিমাণ কমায়--- প্রচন্ড স্ট্রেসে থাকলে আপনার শরীরে কর্টিসল নামের একটা হরমোন বেড়ে যায়। এই কর্টিসল বাড়লে থাইরয়েড হরমোনের পরিমাণ কমে যায়। ফলে থাইরয়েড হরমোনের অভাবে শরীরে স্ট্রেস তৈরি হয় এবং স্ট্রেসের দুষ্টচক্র চলতেই থাকে। ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ ক্যারোলাইনার গবেষকরা দেখেন, ভারী ব্যায়ামের ফলেও শরীরে কর্টিসলের পরিমাণ বাড়ে এবং থাইরয়েড হরমোনের পরিমাণ কমে। এর অর্থ হল যে কোনো কা অতিরিক্ত পরিমাণে করতে গেলে তা থেকে শরীর স্ট্রেসে পড়বে এবং ক্ষতি হবে, সেটা ভারী ব্যায়ামই হোক আর অতিরিক্ত কাজের চাপই হোক। নারীদের মাসিক হবার সময়ে কিছু মানসিক এবং শারীরিক পরিবর্তন।

পিএমএস এর লক্ষণের মাঝে রয়েছে বিষণ্ণতা, দুশ্চিন্তা, অকারণে বিরক্ত হবার প্রবণতা, পেট ব্যথা, শরীরে জল আসা ইত্যাদি। এই অস্বিস্তকর উপসর্গগুলো বাড়ায় স্ট্রেস। স্ট্রেস হরমোন কর্টিসল এবং মাসিকের হরমোন প্রোজেস্টেরান শরীরের ভেতরে প্রতিযোগিতা করতে থাকে। কর্টিসলের প্রভাবে প্রোজেস্টেরোন নিজের কাজ ঠিকমত করতে পারে না। ফলে এ সময়ে পিএমএস বেশি হয়। এমন অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়াতে পুরো মাস জুড়েই স্ট্রেসের পরিমাণ কম রাখতে চেষ্টা করুন। বুড়িয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা— মধ্যবয়সী মানুষের কাজের চাপ থেকে স্ট্রেসের উৎপত্তি হয় বেশি, আর এই স্ট্রেসের ফলে তারা খুব সহজেই বুড়িয়ে যান। ফিনল্যান্ডের একটি গবেষণা থেকে জানা যায়, এ সময়ে স্ট্রেসের পরিমাণ যত বেশি হয়, পরবর্তীতে তাদের চলনশক্তি কমে যাওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি দেখা যায়। কর্টিসলের পরিমাণ বেশি হলে নিজেকে মনে হয় অনেক বেশি মোটা, দুর্বল, এবং বুড়ো। কম বয়সেই স্ট্রেসের মাত্রা কমিয়ে রাখার উপদেশ দেন ডাক্তাররা, তাহলে পরবর্তীতে কাজের চাপ থেকে স্ট্রেসের উৎপত্তি কম হয়। এর বেশ ভালো একটি প্রতিকার হতে পারে ধ্যান বা মেডিটেশন।

বাড়ায় পেটের চর্বি— ৩৫ বছর ব্যাপী এই সুইডিশ গবেষণায় সাড়ে সাত হাজার মানুষের ওপরে স্ট্রেসের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা হয়। দেখা যায়, এসব মানুষের মধ্যে যারা দীর্ঘস্থায়ী স্ট্রেসে থাকেন তাদের ক্ষেত্রে টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বেশি থাকে। কর্টিসলের প্রভাবে শরীরে ইনসুলিনের প্রতিক্রিয়া কমে যায় ফলে ইনসুলিন বাড়ে। এতে শরীরে চর্বি জমার পরিমাণ বেড়ে যায়। এক সূত্রে জানা যায়, এক দল মহিলার ওপরে ১৫ বছর ধরে করা এক গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। দেখা যায়, যেসব মহিলা বেশি বেশি রাগ, উত্তেজনা বা স্ট্রেসে থাকেন তাদের মধ্যেও এই সমস্যা দেখা যায়। মস্তিষ্ক সংকুচিত করে ফেলে স্ট্রেস অনেক বেশি বাড়িয়ে দেয় এমন ঘটনার ফলে মস্তিষ্কের আকৃতি ছোট হয়ে যেতে পারে। মস্তিষ্কের অনুভূতির সাথে সম্পৃক্ত অংশগুলোকে ছোট করে আনে স্ট্রেস। ফলে পরবর্তীতে বেশ মারাত্মক মানসিক সমস্যার সম্ভাবনা থাকে। সন্তানের ওপরে প্রভাব ফেলে--- শুধু আমাদের ওপরেই নয়, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের ওপরেও স্ট্রেসের প্রভাব পড়তে পারে। আমাদের জিনের মাঝে এই স্ট্রেসের চিহ্ন থেকে যায়।

ফলে তাদের জীবনেও দেখা দিতে পারে বিভিন্ন অস্বাভাবিকতাও। রোগের প্রকোপ বাড়ায়— ক্ষণস্থায়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী উভয় ধরনের রোগের প্রকোপ বাড়ায় স্ট্রেস। এটা একদিক দিয়ে যেমন ঠান্ডা জ্বরের কষ্ট বাড়িয়ে দেয়, তেমনি আরেক দিক দিয়ে বাড়ায় আর্থ্রাইটিস বা হৃদরোগের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি। স্ট্রেস থেকে বাড়তে পারে স্ট্রোক, হৃদরোগ এমনকি ক্যান্সারের রোগীর সেরে ওঠার সম্ভাবনা কমে যায় স্ট্রেসের ফলে।

সাইকেল চালালে ক্যান্সার ও হৃদরোগের ঝুঁকি অর্ধেক কমে

দীর্ঘদিন বাঁচতে চাইলে, ক্যান্সার ও হৃদরোগের ঝকি কমাতে চাইলে সাইকেল চালান। কারণ, এতে ক্যান্সার ও হৃদরোগের ঝুঁকি প্রায় অর্ধেক কমবে বলেই জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। জানা গেছে, ৫ বছর ধরে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছেন যুক্তরাজ্যের ইউনির্ভাসিটি অব গ্লাসগোর বিশেষজ্ঞরা।

তারা বলেছেন, যেসব মানুষ নিয়মিত কর্মক্ষেত্র সাইকেল চালিয়ে যান তাদের ক্যান্সার ও হৃদরোগের ঝুঁকি অর্ধেক কমে যায়। প্রায় আড়াই লাখ মানুষের ওপর গবেষণা করে গবেষকরা দেখেন, যারা নিয়মিত সাইকেল চালান তাদের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ৪৫ শতাংশ কমে যায়, আর হৃদরোগের ঝুঁকি কমে ৪৬ শতাংশ। তাছাড়া, এ অভ্যাসের কারণে মানুষের যে কোনো রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ৪৫ শতাংশ কমে যায়। তাছালা এ অভ্যাসের কারণে মানুষের যে কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে অসময়ে মৃত্যুর ঝুঁকিও কমে ৪১ শতাংশ। গবেষণায় আরো যে বিষয়টি ওঠে এসেছে, তা হল কর্মক্ষেত্র যাওয়ার জন্য গণপরিবহন কিংবা গাড়ির ওপর নির্ভর না করে যারা হাঁটেন তারাও এসব রোগ থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে কিছুটা উপকৃত হতে পারেন। হাঁটা হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে বেশি সহায়ক হয়। হাঁটা এবং সাইকেল চালানো দুই প্রক্রিয়ার উপকার সমান নয় কেন? এর ব্যাখ্যায় গবেষকরা বলেছেন, সাইক্লিস্টদের চেয়ে পায়ে হাঁটায় মানুষ কম পথ হাঁটেন। হেঁটে মানুষ সপ্তাহে ৬ মাইলের মত দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। কিন্তু সাইকেল চালালে সপ্তাহে ৩০ মাইল পাড়ি দেয়া সম্ভব। সাইকেল চালিয়ে যতবেশি পথ অতিক্রম করা যাবে স্বাস্থ্য উপকারিতা ততই বেশি হবে। যারা সাইকেলও চালান আর গণপরিবহনেও যাতায়াত করেন তারাও স্বাস্থ্য উপকারিতা পান বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। তবে হাঁটার চেয়ে সাইকেল চালানোর উপকারিতা বেশি বলেই মত গবেষকদের। কারণ, সাইকেল হাঁটার চেয়ে বেশি ব্যায়াম হয় এবং বেশি সময় ধরে তা হয়।

আগরতলা পুর নিগমের ২০ নম্বর ওয়ার্ডে ই-লেবার কার্ড প্রদান করা হয়েছে সোমবার। ছবি নিজস্ব

মণিপুরে প্রাক-নির্বাচনী হিংসা, আততায়ীর হামলায় হত বিজেপি কার্যকর্তা ও এক পুলিশকর্মী

ইমফল, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : মণিপুরে প্রাক-নির্বাচনী হিংসায় মৃত্যুবরণ করেছেন দুজন। তাঁদের একজন বিজেপি কার্যকর্তা এবং অন্যজন রাজ্যে নিয়োজিত ইন্ডিয়ান রিজার্ভ (আইআর) ব্যাটালিয়নের হাবিলদার। গতকাল রবিবার রাতে ইমফল পশ্চিমের ওয়াঙ্গোই বিধানসভা কেন্দ্রের সামুরউ এলাকায় সংগঠিত হিংসায় ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয়েছে। আরেকজন আজ সকালে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন। ঘটনার খবর পেয়ে আজ ভোরে আততায়ীর গুলিতে হত দলীয় কার্যকর্তা এবং পুলিশ কর্মীর বাড়িতে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নংথমবাম বীরেন সিংহ। শোকাহত পরিবারবর্গের সঙ্গে দেখা করে তিনি তাঁর গভীর সমবেদনা জানিয়ে শীঘ্রই দুষ্কৃতীদের ধরে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে বলে অঙ্গীকার করেছেন। এদিকে গুলি হামলার প্রতিবাদে এবং দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবিতে বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি বিজেপির কার্যকর্তা এবং সমর্থকরা বিক্ষোভ-প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন।

নিহতদের একজন আবুজাম জন (৫৮) এবং অন্যজনকে আবুজাম তোম্বা ওরফে শশীকান্ত (৩৭) বলে শনাক্ত করা হয়েছে। জানা গেছে, মৃত আবুজাম জন ওয়াঙ্গোইয়ের বিধায়ক তথা কৃষিমন্ত্রী ওখরাম লুখইয়ের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এছাড়া আবুজাম তোম্বা ছিলেন ইন্ডিয়ান রিজার্ভ (আইআর) ব্যাটালিয়নের হাবিলদার।

সূত্রের খবর, ঘটনাটি রবিবার রাতে সংঘটিত হয়েছে। রাত প্রায় ১০টা, একদল দুষ্কৃতী সামুরউয়ে অবস্থিত মাচু সিনেমা হল সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন আবুজাম জন এবং আবুজাম তোম্বা। তখন আচমকা আততায়ীরা তাঁদের লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে দুজনকে পৃথক দুটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আবুজাম জনকে অ্যাডভান্স হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আবুজাম জনের বুকে গুলিবিদ্ধ হয়েছিল। এদিকে রাজ্য পুলিশের হাবিলদার আবুজাম তোম্বা (শশীকান্ত)-কে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রাজ মেডিসিটি হাসপাতালে। সেখানে আজ সোমবার সকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তোম্বা। মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহ সোমবার সকালে নিহতদের শোকাহত পরিবারের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের প্রতি তাঁর গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। ঘটনার নিন্দা করে তিনি বলেন, দুর্বৃত্তদের গ্রেফতার না করা পর্যন্ত সরকার চুপ থাকবে না। ইতিমধ্যে ঘটনা সম্পর্কে একটি মামলা নথিভুক্ত করে দুর্বৃত্তদের ধরতে তদন্ত-অভিযান চলছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে দুটি হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মণিপুরের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে দিয়েছেন। অধিকাংশ স্থানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চেলে গেলে পুলিশ হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে।

সংগঠিত বন্দুক হামলার কারণ এখনও নিশ্চিত নয় রাজ্য পুলিশ। তবে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে একটি জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি (জেএসি)ও গঠন করা হয়েছে। কমিটি সোমবার সকাল ১০টা থেকে শুরু করেছে হত্যাকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে তথ্য বের করতে। হওয়া ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কোনও তথ্য পাওয়া না গেলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়ারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিটি।

করোনা আক্রান্ত বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : এবার করোনা আক্রান্ত বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা।খবর জানিয়েছেন এই বর্ষীয়ান নেতা নিজেই। মৃদু উপসর্গ রয়েছে তাঁর। তবে শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হওয়ায় হোম আইসোলেশনে রয়েছেন তিনি।

টুইটারে নাড্ডা লেখেন, মৃদু উপসর্গ দেখা দিচ্ছিল। তাই আমি কোভিড পরীক্ষা করিয়েছিলাম। রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। সুস্থই আছি। তবে চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে আইসোলেশনে রয়েছি।" গত কয়েকদিনে যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছে তাঁদেরও আইসোলেশনে থাকতে এবং সময়মতো করোনা পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি।

উল্লেখ্য, এদিন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-ও। তিনিও আইসোলেশনে রয়েছেন। এদিনই দুই বিজেপিশাসিত রাজ্য- কর্ণাটক এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

করোনায় আক্রান্ত বলিউড অভিনেত্রী এষা গুপ্তা

মুম্বই, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : বলিউডের একের পর এক তারকা করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন। এবার সেই তালিকায় নাম লেখালেন বলিউড অভিনেত্রী এষা গুপ্তা। সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে নিজেই করোনা পজিটিভের কথা জানিয়েছেন অভিনেত্রী।

"জন্নত টু", "টোটাল ধামাল", "বাদশাও"-র বলিউড সিনেমায় অভিনয় করা এষা লেখেন, 'সমস্ত রকমের সতর্কতা মেনে চলার পরও আমার করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। বর্তমানে হোম আইসোলেশনে রয়েছি। খুব শীঘ্রই আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসব। প্রত্যেকে সুস্থ থাকুন। সুরক্ষিত থাকুন আর অবশ্যই মাস্ক পরে থাকুন। নিজের এবং অন্যদের খেয়াল রাখুন। সকলের প্রতি অনেক ভালোবাসা।' হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

শুভেন্দুর নিরাপত্তা: রাজ্যের কাছে রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি.স) : জেড ক্যাটেগরির নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও নেতাই, বাঁকুড়া এবং কাঁথিতে বারবার তাঁর কর্মসূচিতে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। এই অভিযোগ নিয়ে সোমবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী। সেই শুনানিতে আদালত রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে। বিরোধী দলনেতার নিরাপত্তা সংক্রান্ত মামলায় ১৮ জানুয়ারির মধ্যে রিপোর্ট জমা করতে হবে কলকাতা হাইকোর্টে। মামলার পরবর্তী শুনানি ১৯ জানুয়ারি।

গত শুক্রবার নেতাই ঢুকতে পারেননি বিরোধী দলনেতা। হাইকোর্টের রক্ষাকবচ থাকা সত্ত্বেও নেতাইয়ে ঢুকতে পারেননি বিরোধী দলনেতা। সেদিন নেতাই হত্যাকাণ্ডে নিহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করা ও শহিদ বেদীতে মালা দেওয়ার কর্মসূচি ছিল তাঁর। মাঝপথে নন্দীগ্রামের বিধায়ককে আটকে দেওয়া হয়।

সেখান থেকে নেতাই না গিয়ে হেঁটে ভীমপুরের পথ ধরেন তিনি। নেতাইয়ে যেতে বাধা দেওয়ায় ক্ষুব্ধ শুভেন্দুবাবু সেদিনই বলেছিলেন, 'হাইকোর্টের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁকে নেতাইয়ে ঢুকতে দেওয়া হল না, জবাব দিতে হবে।' হাইকোর্টে যাওয়ার হুমকিও দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা।

বিজেপির অভিযোগ, আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও রাজ্য প্রশাসন শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে শুভেন্দুর বিভিন্ন কর্মসূচিতে বাধা দিচ্ছে। নেতাইয়ে যা হয়েছে তা লজ্জাজনক। পরিকল্পিত বিক্ষোভের জন্য যদি বিরোধী দলনেতাকে আটকে পড়তে হয় তাহলে তা রাজ্য প্রশাসনের লজ্জা।

সংক্রমণ কমলেও ৩-লক্ষের উর্ধ্বে, আমেরিকায় দীর্ঘ হচ্ছে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা

ওয়াশিংটন, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): আমেরিকায় দৈনিক সংক্রমণ কমলেও, এখনও উদ্বেগজনক অবস্থাতেই রয়েছে। গড়ে ৩-লক্ষের উর্ধ্বেই রয়েছে আমেরিকার দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। দীর্ঘ হচ্ছে মৃত্যুও। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ০৮ হাজার ৬১৬ জন, নতুন করে ৩,০৮,৬১৬ জন সংক্রমিত হওয়ার পর আমেরিকায় এযাবৎ ৬১,২৬৩,০৩০ জন কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ৩০৮ জনের। নতুন করে ৩০৮ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৮ লক্ষ ৫৯ হাজার ৩৫৬ জনের। আমেরিকায় এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪২,২৫৭,৫০৮ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১৮,১৪৬,১৬৬-এ পৌঁছেছে। বিগত দু"দিন ধরে নিম্নমুখী আমেরিকার দৈনিক করোনা-সংক্রমণ, তবে চিন্তা কমছেই না।

তিনটি অভিযোগে দোষীসাব্যস্ত, সু চি-র আরও ৪ বছরের কারাদণ্ড

নেপিদ, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): মায়ানমারের জুন্টা আদালত তিনটি অভিযোগে দোষীসাব্যস্ত করেছে অং সান সু চিকে। আরও চার বছরের কারাদণ্ড হয়েছে সু চি-র। অবৈধভাবে আমদানি, লাইসেন্সবিহীন ওয়াকি-টকি রাখা-সহ বেশ কয়েকটি অভিযোগে তাঁকে এই শাস্তি দেওয়া হয়েছে। ওয়াকি-টকি রেখে রফতানি-আমদানি আইন লঙ্ঘন এবং সিগন্যাল জ্যামার বসানোর দায়ে তাঁকে এই কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। দু"টি শাস্তি একই সঙ্গে চলবে। এর আগে করোনা-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ ভঙ্গ ও সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে গত ডিসেম্বরে তাঁকে ৪ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পরে তা কমিয়ে দুই বছর করা হয়। ৭৬ বছর বয়সী নোবেল বিজয়ী সু চি-র বিরুদ্ধে প্রায় এক ডজন মামলা বিচারাধীন। সবগুলির রায় হলে তাঁর ১০০ বছরেরও বেশি কারাদণ্ড হতে পারে। তবে নিজের বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সু চি।

করোনাভাইরাস আক্রান্তদের সংস্পর্শে এলেই পরীক্ষা করতে হবে না : আইসিএমআর

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): করোনাভাইরাস আক্রান্তদের সংস্পর্শে এলেই পরীক্ষা করতে হবে না। নয়া নির্দেশিকায় এমনটাই জানাল ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ (আইসিএমআর)। সেই সঙ্গে আন্তঃ রাজ্য যাতায়াতের ক্ষেত্রে করোনাভাইরাস পরীক্ষার প্রয়োজন নেই জানিয়েছে আইসিএমআর।

আইসিএমআরের তরফে জানানো হয়েছে, করোনাভাইরাস আক্রান্তদের সংস্পর্শে এলেই পরীক্ষা করতে হবে না। করোনাভাইরাস আক্রান্তদের সংস্পর্শে আসা যে ব্যক্তিদের শুধুমাত্র বয়স বা কো-মর্বিডিটির ভিত্তিতে গুরুতর ঝুঁকি আছে, তাঁদের ক্ষেত্রে নমুনা পরীক্ষা করতে হবে। নয়া নীতি অনুসারে, স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে যে করোনা রোগীদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, তাঁদের করোনা পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই। হোম আইসোলেশনের নির্দেশিকা মেনে যে করোনা আক্রান্তরা ছাড়া পেয়েছেন, তাঁদের করোনা পরীক্ষা করতে হবে না।

সেই সঙ্গে আন্তঃরাজ্য যাতায়াতের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করোনাভাইরাস পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। রেল, ঘরোয়া উড়ান এবং সড়কপথে পরিবহন - সকল ক্ষেত্রেই সেই নির্দেশিকা কার্যকর হবে কিনা, তা স্পষ্টভাবে জানানো হয়নি। তবে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, আইসিএমআরের নির্দেশিকায় সবধরনের মাধ্যমে আন্তঃরাজ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক যাতায়াতের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে করোনা পরীক্ষা করতে হবে বলে জানিয়েছে আইসিএমআর।—হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

বিএসএফের এক্তিয়ার ১০০ কিলোমিটার প্রশস্ত করার দাবি তথাগত রায়ের

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি. স.) ছ কয়েকদিন আগেই মালদায় সীমান্তবর্তী লাঙ্গলভাঙা এলাকায় বিএসএফের ছোড়া গুলিতে আহত হয় এক বাংলাদেশি গরু পাচারকারী। মানবিকতা দেখিয়ে বিএসএফ তাকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। ফের শুক্রবার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে গরুপাচারকে কেন্দ্র করে গুলি চলল। বিএসএফ-পাচারকারীদের মধ্যে লড়াই শুরু হয়। শেষমেষ পাচারকারীদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে গুলি চালায় বিএসএফ বলে অভিযোগ।

সোমবার এর প্রেক্ষিতে মেঘালয় ও ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায় টুইটারে লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের মেখলিগঞ্জ এবং হাবিবপুরে ইন্দো-বাংলা সীমান্তে বিএসএফ কর্মী এবং গবাদি পশু পাচারকারীদের মধ্যে তুমুল লড়াই হয়েছে। ১২ জন বিএসএফ আহত, এক দেশী পাচারকারী গুলিবিদ্ধ। বিএসএফের এক্তিয়ার ১০০ কিলোমিটার প্রশস্ত করার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে।" প্রসঙ্গত, শীত পড়তেই কুয়াশা বেড়েছে রাতে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গরু পাচারের প্রবণতা বেড়ে গিয়েছে কাঁটাতার টপকে বলে খবর। বিশেষ করে কাঁটাতার হীন এলাকাগুলি দিয়ে পাচার হচ্ছে। বিএসএফ-এর নজরে পড়লেই বিপত্তি।

বুধবার বিশ্ব যুব উৎসবে অংশ নেওয়ার আর্জি প্রধানমন্ত্রী মোদীর

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি. স.) : বুধবার বিশ্ব যুব উৎসবে অংশ নেওয়ার আর্জি জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার তিনি টুইটারে লিখেছেন, "১২ তারিখে (বুধবার) আমি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ২৫তম জাতীয় যুব উৎসবে অংশ নেব। আমার তরুণ বন্ধুদের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বলার পাশাপাশি, আমি তাদেরও তাদের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। ভারতের প্রতিভাবান যুবকদের কাছ থেকে শুনতে সর্বদা আনন্দ হয়।" প্রসঙ্গত, প্রতি বছর ১২ জানুয়ারি তারিখ ভারতে জাতীয় যুব দিবস পালিত হয়। এই দিনটিতে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৪ সালে ভারত সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে ১৯৮৫ সাল থেকে প্রতিবছর স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে জাতীয় যুব দিবস পালন করা হবে।

কুলগাম-এনকাউন্টারে নিকেশ দুই জঙ্গি, মিলল আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ

শ্রীনগর, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): দীর্ঘ এনকাউন্টারের পর কাশ্মীরে বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাম জেলার হাসানপোরা এলাকায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে দু"জন সন্ত্রাসবাদী। নিহত জঙ্গিদের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। এনকাউন্টারস্থল থেকে ওই জঙ্গির দেহ উদ্ধারের পাশাপাশি আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ ও বেআইনি সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। কাশ্মীর জোন পুলিশ জানিয়েছে, জঙ্গি গতিবিধির খবর পাওয়ার পর রবিবার বিকেল থেকেই দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলার হাসানপোরা এলাকায় অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। চারিদিক ঘিরে ফেলা হয় যাতে জঙ্গিরা পালিয়ে যেতে না পারে, সারারাতই চলতে থাকে অভিযান। এরপর সোমবার ভোররাত পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছেন, কুলগাম জেলার হাসানপোরা এলাকায় এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে দু"জন অজ্ঞাতপরিচয় জঙ্গি। নিহত জঙ্গিদের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

জন্মদিনে 'বিক্রম বেদা'র ফার্স্ট লুক শেয়ার করলেন হৃতিক,উচ্ছ্বসিত অনুরাগীরা

মুম্বই, ১০ জানুয়ারি (হি. স.) : সোমবার জন্মদিনে প্রকাশ্যে হৃতিক রোশনের আগামী ছবি 'বিক্রম বেদা'র ফার্স্ট লুক। সুপারহিট তামিল ছবির হিন্দি রিমেকে মূল চরিত্রে দেখা যাবে হৃতিক রোশনকে। ফার্স্ট লুকে উচ্ছ্বসিত অনুরাগীরা। এদিন সকালে ইনস্টাগ্রামে ছবিটি শেয়ার করেন খোদ হৃতিক। পরনে কালো রংয়ের কুর্তা, গালভরা দাড়ি আর চোখে অ্যাভিয়েটর সানগ্লাসে ধরা দিয়েছেন হৃতিক। তাঁর নয়া লুকে মুগ্ধ অনুরাগীরা। এখন ছবিটি দেখার অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন অনুরাগীরা। এদিকে, হৃতিকের ৪৮তম জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে ভোলেননি সুজান খান। সন্তানদের সঙ্গে হৃত্বিকের কিছু ছবি একটি ভিডিও আকারে শেয়ার করেছেন তিনি। বাবা হিসাবে হৃত্বিককে পেয়ে তাঁর দুই ছেলে মুগ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন সুজান।

হিংসা অব্যাহত কাজাখস্তানে, দাঙ্গায় নিহত ১৬০, গ্রেফতার ৫ হাজারের বেশি

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : হঠাৎ অস্থির হয়ে ওঠা মধ্য এশিয়ার বৃহত্তম দেশ কাজাখস্তানে অশান্তি অব্যাহত। গত এক সপ্তাহের দাঙ্গায় ১৬০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। এ সময়ের মধ্যে গ্রেফতার হয়েছেন ৫ হাজারের বেশি। হিংসায় অভিযুক্ত বেশ কয়েকজন বিদেশি নাগরিককেও আটক করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক রবিবার জানিয়েছে, প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী এই মারাত্মক হিংসার কারণে প্রায় ১৭৫ মিলিয়ন ইউরো মূল্যের সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, ১০০টিরও বেশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকে হামলা ও লুটপাট এবং প্রায় ৪০০ যানবাহন ধ্বংস করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, কাজাখস্তানের প্রধান শহর আলমাটিতে ১০৩ জন মারা গেছে, যেখানে সবচেয়ে ভয়াবহ হিংসাত্বক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সোমবার কাজাখ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এরলান তুরগুমবায়েভ বলেন, আজ দেশের সব অঞ্চলে পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে। দেশে শৃঙ্খলা ফেরাতে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান চলছে। ১২৫টি পৃথক তদন্তের অংশ হিসেবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মোট ৫,১৩৫ জনকে আটক করা হয়েছে।

প্রায় ১৯ মিলিয়ন মানুষের জ্বালানি সমৃদ্ধ দেশটি এক সপ্তাহের সহিংসতায় কেঁপে ওঠে। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রেসিডেন্ট কাসিম-জোমার্ট তোকায়েভ 'দেখা মাত্র গুলি' করার আদেশ জারি করেন।

এক সপ্তাহ আগে পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রাদেশিক এলাকায় জ্বালানির দাম বাড়ানো হয়। এ ফলে বিক্ষুব্ধ জনতা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ শুরু করে। দেশটির স্বাধীনতার ৩০ বছরের মধ্যে এটি ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ হিংসা, যে ঘটনায় পুলিশ সরাসরি গুলি চালায়।

এদিকে, টোকায়েভের আমন্ত্রণে কাজাখস্তানের এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পাশে দাঁড়িয়েছে রাশিয়া। শুক্রবারই সেখানে পৌঁছে গিয়েছে ২৫০০ রুশ সেনা। অশান্ত এলাকাগুলিতে রীতিমতো ঘাঁটি গেড়ে বসেছে পুতিনের সেনাবাহিনী। আর তা নিয়েই প্রশ্ন তুলল আমেরিকা। মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতরের এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিদেশসচিব ব্লিঙ্কেন কার্যত হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, "সাম্প্রতিক ইতিহাস বলছে, একবার রাশিয়াকে যদি নিজের ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয়, তো সেখান থেকে তাদের বের করা খুবই কঠিন। এই অবস্থার কথা মাথায় রাখতে হবে। ---হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

নতুন শিক্ষানীতি সমান এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার উপর নজর, জানালেন ধর্মেন্দ্র প্রধান

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স) : শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নীতি (২০২০) সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা গোষ্ঠীগুলির উপর বিশেষ জোর দেওয়ার পাশাপাশি ন্যায়সঙ্গত সমান এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার উপর নজর দেওয়া হবে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। বলেছেন যে

সোমবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রধান ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে দুন স্কুল আয়োজিত ৮২ তম ইন্ডিয়ান পাবলিক স্কুল কনক্লেভের (আইপিএসসি) প্রিন্সিপাল কনক্লেভে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রেণীকক্ষ, অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিকোণ থেকে সকলকে উপকৃত করে এবং মুখোমুখি হওয়ার বিভিন্ন চ্যালেঞ্জগুলি বুঝতে পারে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান অগ্রগামী স্কুলগুলি কতটা অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং দেশের শিশু প্রতিটি ক্ষেত্রে যাতে সর্বোত্তম শিক্ষা পায় তা নিশ্চিত করার জন্য আরও কী করা যেতে পারে তা করার জন্য কনক্লেভে অংশগ্রহণকারী সমস্ত স্কুলকে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, একজন জ্ঞানী ব্যক্তিই একটি সুন্দর সমাজ, ন্যায়পরায়ণ সমাজ ও প্রগতিশীল সমাজের নির্নয়ক। আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য আমাদের সন্তানদের শিক্ষার মৌলিক অধিকার দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য করা, তাদের পূর্ণ সম্ভাবনার দিকে পরিচালিত করা এবং এইভাবে আমাদের দেশ এবং এই বিশ্বকে আরও ভাল অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে জোর দিয়েছেন তিনি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, ১৯৩৯ সালে কিছু আবাসিক স্কুল নিয়ে শুরু হওয়া আইপিএসসি এখন সৈনিক স্কুল এবং সামরিক স্কুল সহ ৮১টি স্কুল রয়েছে। তিনি বলেন, দেশের ৮০টিরও বেশি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদের বার্ষিক সভা আগামী প্রজন্মকে প্রভাবিত করার ক্ষমতার দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ গুরুত্ব বহন করে। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আইপিএসসি-এর চেয়ারপার্সন নিশি মিশ্র এবং দুন স্কুলের অধ্যক্ষ ডঃ জগপ্রীত সিং।

১৩-দফার বৈঠকও ছিল নিষ্ফলা, ১২ জানুয়ারি ফের মুখোমুখি হচ্ছে ভারত-চিন

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে সেনা সরানো নিয়ে ১৩-তম বৈঠকও নিষ্ফলা হয়েছে। তাই আগামী ১২ জানুয়ারি ১৪-রাউন্ড কোর কমান্ডার পর্যায়ের বৈঠকে বসতে চলেছে ভারত এবং চিন। ভারতীয় সেনা সূত্রের খবর, ১২ জানুয়ারি সকালে চুসুল-মোলডো মিটিং পয়েন্টে হবে এই কমান্ডার পর্যায়ের বৈঠক। যাবতীয় সমস্যার সমাধান ও গঠনমূলক আলোচনার জন্য উন্মুখ ভারত।

এর আগে ১৩ বার বৈঠক করেছেন দুই দেশের সেনার কোর কমান্ডারেরা, গত অক্টোবর মাসের ১৩-দফা বৈঠকেও সমাধানসূত্র অধরা ছিল। তাই ১২ জানুয়ারি ফের বৈঠকে বসতে চলেছে ভারত ও চিন। সেনা সূত্রে খবর, হট স্প্রিংস থেকে সেনা সরানো নিয়ে দু'দেশের মধ্যে এই বৈঠক। এর আগেও বেশ কয়েক দফায় বৈঠক হয়েছে। কিন্তু সামাধান সূত্র বেরোয়নি। তাই এবারের বৈঠক ঘিরে যথেষ্ট আশা জাগছে। মনে করা হচ্ছে, হট স্প্রিংস পয়েন্টে সেনা সরানো নিয়ে একটা সমঝোতায় আসবে দুই দেশ। প্রায় দুই বছর ধরে পূর্ব লাদাখে পরিস্থিতি শান্ত হচ্ছেই না। বহু বার সেনা সরানো এবং সমঝোতার জন্য বৈঠক করা হয়েছে শীর্ষ পর্যায়ে। কিন্তু তার পরেও দেখা গিয়েছে চিন তাদের আগ্রাসনী ভূমিকা থেকে সরেনি। ফলে বার বার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়েছে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায়।

ইদুক্কিতে এসএফআই কর্মীকে কুপিয়ে খুন, হত্যাকারীদের ধরতে নির্দেশ বিজয়নের

ইদুক্কি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): কেরলের ইদুক্কি জেলায় কেরল স্টুডেন্টস ইউনিয়নের কর্মীদের সঙ্গে বচসা চলাকালীন কুপিয়ে খুন করা হল একজন এসএফআই কর্মীকে। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে ইদুক্কি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ চত্বরে। মৃতের নাম-কান্নুরের বাসিন্দা ধীরজ রাজেন্দ্রণ (২১)। ধীরজ ইদুক্কি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র ছিল। সোমবার দুপুর একটা নাগাদ ধীরজকে কুপিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ।

পুলিশ জানিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরে কলেজে নির্বাচনী কাজ চলছে। উভয় ছাত্র সংগঠনের মধ্যে ছোটখাটো বিরোধ ছিল। দুপুর একটার দিকে এই ঘটনা ঘটে। ধীরজকে স্থানীয় মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি। অভিযোগ, যুব কংগ্রেসের কর্মীরাই ধীরজকে আক্রমণ করে ছুরিকাঘাত করেছিল। হামলা চালানোর পরই আততায়ীরা পালিয়ে যায়।

২১ বছর বয়সী ধীরজের মৃত্যুতে ব্যথিত কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারায় বিজয়ন। ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে তিনি জানিয়েছেন, সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র ও এসএফআই কর্মী ধীরজ রাজেন্দ্রণের হত্যা বেদনাদায়ক। কলেজে দাঙ্গা বরদাস্ত করা হবে না। হত্যাকারীদের পাকড়াও করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ডিমা হাসাওয়ে শুরু বুস্টার ডোজ, জেলায় প্রথম গ্রহীতা স্বাস্থ্য দফতেরর যুগ্ম-অধিকর্তা ডা. দিপালী

হাফলং (অসম), ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : কোভিডের নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন সমগ্র দেশে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। সেই সঙ্গে অসমেও কোভিডের সংক্রমণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে দেড় লক্ষের বেশি লোক নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। অন্যদিকে ডিমা হাসাও জেলায়ও নতুন করে ১২ জন কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। এরই মধ্যে আজ সোমবার থেকে সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে ডিমা হাসাও জেলায় কোভিডের তৃতীয় তথা বুস্টার ডোজ প্রদান শুরু হয়েছে। আজ হাফলং সরকারি হাসপাতালে কোভিড প্রতিষেধকের তৃতীয় ডোজ প্রদানের শুভারম্ভ করেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের প্রধানসচিব এল জুবি নামপুই। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক এল খাংতে এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের যুগ্ম-অধিকর্তা ডা. দিপালী বর্মণ।

সোমবার হাফলং সরকারি হাসপাতালে প্রথমে কোভিডের তৃতীয় ডোজ প্রদান করা হয় ডা. দিপালী বর্মণকে। প্রথম অবস্থায় ৬০-উর্ধ ব্যক্তি, স্বাস্থ্যকর্মী ও ফ্রন্ট লাইন ওয়ার্কার, জেলা নির্বাচনী কার্যলয়ের কর্মচারী, দুর্যোগ প্রশমন ব্যবস্থাপনা দফতরের কর্মীদের এই প্রতিষেধক প্রদান করা হবে। এর পর নিরাপত্তা বাহিনী ও পুলিশ কর্মীদের এই কোভিডের তৃতীয় প্রতিষেধক প্রদান করা হবে।

ডিমা হাসাও জেলার মোট ১২টি প্রতিষেধক কেন্দ্রে কোভিডের তৃতীয় ডোজ প্রদান করা হবে সেগুলি যথাক্রমে হাফলং সরকারি হাসপাতাল, হাফলং পুলিশ থানা, পূজা মণ্ডপ, হাফলং আরবান হেল সেন্টার, জাটিঙ্গা এসডি, মাহুর পিএইচসি, হারাঙ্গাজাও পিএইচসি, মাইবাং সিএইচসি, লাংটিং পিএইচসি, উমরাংসো সিএইচসি, গুঞ্জুং পিএইচসি, দিয়ুংমুখ পিএইচসি এবং বড় আর্কাপ এসএইচসি।

ঘটা করে পালিত হচ্ছে তারকপুর কাঁলাচাঁদ মিলন মন্দিরে পঞ্চাশতম সুবর্ণজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১০ জানুয়ারি।। বহু পুরনো ঐতিহ্যবাহী তারকপুর কালাচাঁদ মিলন মন্দিরের পঞ্চাশতম বর্ষে পদার্পণে ঘটা করে পালিত হচ্ছে সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান। উক্ত কালাচাঁদ মিলন মন্দিরটি উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকাধীন ত্রিপুরা অসম ও ইন্দো বাংলা সীমান্তের তারকপুর গ্রামে অবস্থিত। উক্ত কালাচাঁদ মিলন মন্দিরটি ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনকার সময়ের পৌষ সংক্রান্তির দিনে সানীয় গ্রামের সতীশ চন্দ্র দে তাঁর ঘরের চাল থেকে একটি কাটলি বটের চারা এনে একটি খালি টিল্লাতে রোপন করেন।সেই পৌষ সংক্রান্তির দিন থেকে ছোট্ট পরিসরে বাৎসরিক হরিনাম সংকীর্তন শুরু হয়।শুরু থেকেই কালাচাঁদ মিলন মন্দিরটি অনেকটাই জাগ্রত হওয়াতে রাজ্য সহ অসম, শিলং, কলকাতা সহ বাংলাদেশ থেকে ভক্তপ্রান দর্শনার্থীরা আসতে শুরু করেন। দর্শনার্থীরা মনে প্রাণে যে যার মনস্কামনা প্রার্থনা করেন,তার ফল পেয়ে উক্ত মন্দিরটি রাতারাতি জাগ্রত ও পরিচিতি লাভ করে নেয়। বর্তমানে উক্ত মন্দিরটি উত্তর জেলার ঐতিহ্যবাহী মন্দির বললেও চলে। প্রতি পৌষ সংক্রান্তিতে অধিবাস ও চল্লিশ প্রহর হরিনাম সংকীর্তন হয়ে থাকে। কীর্তনীরা আসেন রাজ্য, বহিঃ রাজ্য ও পাশ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশ থেকে। ভক্তদের সমাগম হয়ে থাকে লাখেরও অধিক।থাকে ঢালাও হারে মহাপ্রসাদ বিতরণ। উক্ত মন্দিরের হরিনাম সংকীর্তনের শেষের দিনে হয়ে থাকে জমকালো হরির লুট।লুটে থাকে ষাট থেকে সত্তর কুইন্টাল নকুল,বাতাসা,পয়সা ও ফলমূল।উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে উক্ত হরির লুট প্রসিদ্ধ বলেও দর্শনার্থীদের ধারনা।গুটি গুটি পায়ে আগামী পৌষ সংক্রান্তিতে কালাচাঁদ মিলন মন্দিরটি পঞ্চাশতম বর্ষে পদার্পণ করতে যাচ্ছে।তাই মন্দির কর্তৃপক্ষ পঞ্চাশতম বর্ষকে সুবর্ণজয়ন্তী হিসেবে পালন করছেন।উক্ত সুবর্ণজয়ন্তীকে সামনে রেখে মন্দির কতৃপক্ষের তত্ত্বাবধায়নে গত তিন পৌষ ধর্মনগর মহকুমা ভিত্তিক বাইক ও ছোট গাড়ি নিয়ে একটি ধর্মীয় রেলি করা হয়। আগামী ঊনত্রিশে পৌষ সন্ধ্যায় থাকছে সানীয় মা-বোনদের নিয়ে সুবিশাল মোমবাতি রেলি।রেলি শেষে প্রত্যেকের হাতে একটি করে শ্রীমদ্ভগবদগীতা তুলে দেবে মন্দির কতৃপক্ষ। ঊনত্রিশে পৌষ অধিবাসের পর থাকছে টানা পাঁচদিন হরিনাম সংকীর্তন। হরিনাম সংকীর্তনের তিন নম্বর দিনে ভক্তপ্রান দর্শনার্থীদের জন্য থাকছে পিঠে পুলি।পঞ্চম দিনে থাকছে মহা প্রসাদ ও মিষ্টান্ন।অন্তিম দিনে থাকছে মন মুগ্ধকর মহা হরির লুট।ইতি মধ্যে মন্দির কতৃপক্ষ থেকে শুরু করে ব্যাবসায়ীরা তাদের প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। এদিকে তারকপুর কালাচাঁদ মিলন মন্দিরের সম্পাদক পরেন্দ্র কুমার দাস জানান, উক্ত মিলন মন্দিরের বহু ঐতিহ্য রয়েছে। পাঁচ দিনের এই বাৎসরিক হরিনাম সংকীর্তনে অসংখ্য দর্শনার্থীদের সমাগম হয়ে থাকে।তবে অর্থনৈতিক কিছু সমস্যা থাকার ফলে অনেক খামতি থেকে যায় মন্দির কতৃপক্ষের।তাই মন্দির কর্তৃপক্ষের দাবি একটু সরকারি সাহায্যের। উক্ত মিলন মন্দিরে পানীয় জল, মহা প্রসাদ শেড, পূজারী থাকার ঘর ও লেট্রিন বাথরুমের অত্যন্ত প্রয়োজন। বর্তমানে চাঁদা তুলে মন্দিরটিকে চালিয়ে যাচ্ছেন মন্দির কতৃপক্ষ।দাবি রাখছেন রেজিস্ট্রেশনের।তাহলে মন্দিরে কোষাগারে কিছু অর্থ জমা পড়বে।এখন দেখার বিষয় বর্তমান পরিবর্তন গামী সরকার ঐতিহ্যবাহী তারকপুর কালাচাঁদ মিলন মন্দিরের দিকে কতটুকু নজর দেয়।

পদোন্নতি নিয়ে শিক্ষা দপ্তরে অসন্তোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১০ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা রাজ্যের মুক্তি দাতা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সার্বিক প্রচেষ্টায় দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকার পর সমস্ত দপ্তরের পদোন্নতির জন্য গত বছর মন্ত্রী সভায় আলোচনা করে ও আইনি সমস্ত বিষয় চিন্তা করে তিনি সমস্ত দপ্তরের এডহক পদন্নোতির ঘোষণা করেন। ত্রিপুরা রাজ্যে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছেন ত্রিপুরার সমস্ত দপ্তরের প্রমোশন হচ্ছে অথচ ব্যতিক্রম শুধু রতন বাবুর শিক্ষা দপ্তর। উনার স্নেহধন্য বাম মার্গীয় আমলাকুলই এই প্রক্রিয়া চালু করতে দিচ্ছে না। নানা রকম সার্কুলারই জারি করছেন এসিআর এবং সিনিয়রের লিস্ট নিয়ে। প্রত্যেক মাসে বিভিন্ন সার্কুলার জারি করে প্রতি সার্কুলারে ৩০থেকে ৪০জন শিক্ষক বাদ যাচ্ছে শুধু অবসরের যাওয়ার কারনে।। সমস্ত শিক্ষক সমাজকে সরকারের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছেন আমলাকুল। হগব নেতার চতুরতায় শিক্ষা মন্ত্রী কেও বিক্রি করে দিচ্ছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে শিক্ষক কুলের বিনম্র অনুরোধ আপনার হস্তক্ষেপ ছাড়া শিক্ষকদের এডহক ভিত্তিতে পদোন্নতি কিছুতেই সম্ভব নয়।

নির্বাচনের আগে বিজেপি ছেড়ে সমাজবাদী পার্টিতে বর্ষীয়ান বিধায়ক রাধাকৃষ্ণ শর্মা

লখনউ, ১০ জানুয়ারি (হি.স) : উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনের আগে ধাক্কা খেল গেরুয়া শিবির। বিজেপি বিধায়ক মাধুরী ভার্মার পর এবার দল ছাড়লেন বাদাউন জেলার বিলসির বিধায়ক রাধাকৃষ্ণ শর্মা। সোমবার অখিলেশ যাদবের হাত ধরে তিনি সমাজবাদী পার্টিতে যোগ দিলেন। সমাজবাদী পার্টির তরফে টুইটে এই খবর জানানো হয়েছে। প্রয়াগরাজের প্রভাবশালী বিজেপি নেতা শশাঙ্ক ত্রিপাঠীও এদিন যোগ দিয়েছেন সমাজবাদী পার্টিতে। সমাজবাদী পার্টি টুইটে জানিয়েছে, 'বাদাউন, বিলসির বিজেপি বিধায়ক শ্রী রাধা কৃষ্ণ শর্মা জি সমাজবাদী পার্টিতে যোগ দিয়েছেন।' গত সপ্তাহে, বাহরাইচের বিজেপি বিধায়ক মাধুরী ভার্মাও এসপি-তে যোগ দিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

একাধিক সমস্যায় জর্জরিত চুরাইবাড়ি চেকপোস্টের করোনা টেস্টিং সেন্টার, ভোগান্তির শিকার অস্থায়ী স্বাস্থ্য কর্মী সহ চালক ও যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১০ জানুয়ারি।। একাধিক সমস্যায় জর্জরিত রাজ্যের প্রবেশদ্বার চুরাইবাড়ি চেকপোস্টের করোনা টেস্টিং সেন্টারটি।আর তাতে করে ভোগান্তির শিকার অস্থায়ী স্বাস্থ্য কর্মী সহ রাজ্যের ও বহিঃ রাজ্যের চালক,সহ-চালক ও যাত্রীরা।দাবি উঠছে দ্রুত হস্তক্ষেপ গ্রহনের। মূলত ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে রাজ্যে করোনা ভাইরাসের প্রকোপের হাত থেকে বাঁচাতে বিভিন্ন বিধি নিষেধ জারি করে রাজ্য সরকার।আর তাতে করে বহিঃ রাজ্য থেকে সড়ক পথে রাজ্যে প্রবেশের ক্ষেত্রে চুরাইবাড়ি চেকপোস্টে করোনা টেস্টিং সেন্টার বসানো হয়। অর্থাৎ বহিঃ রাজ্য থেকে চালক, সহ-চালক অথবা যাত্রীরা রাজ্যে প্রবেশ করতে হলে করোনা পরিক্ষার মাধ্যমে রাজ্যে প্রবেশের নির্দেশ জারি করে রাজ্য সরকার।যদি কোন ব্যক্তির শরীরে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ মিলে তাহলে সরকারি কোয়ারেইন্টাইন অথবা হোম কোয়ারেইন্টানের নির্দেশ দেয় রাজ্য সরকার।আর তাতে চুরাইবাড়ি করোনা টেস্টিং সেন্টারে ষোলো জন অস্থায়ী স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগ করা হয়। তারমধ্যে আট জন ল্যাব টেকনিশিয়ান ও আটজন ডাটা অপারেটর।সাথে নিয়োগ করা হয় সাফাই কর্মীও।প্রথমে ঠিক ঠাক চললেও চলতি বছরের শুরুতে করোনার থার্ড ওয়েব ওমিক্রন গোটা বিশ্বের সাথে দেশে আঁচরে পড়াতে তা শক্ত হাতে মোকাবিলায় নামে রাজ্য সরকার। কিন্তু চুরাইবাড়ি অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীদের অভিযোগ, উক্ত করোনা টেস্টিং সেন্টারে একাধিক সমস্যা রয়েছে। তাদের অভিযোগ, স্বাস্থ্যকর্মীরা নিয়মিত মাসিক বেতন পান না।সাফাই কর্মীও পারিশ্রমিক না পেয়ে কাজ ছেড়ে চলে গেছেন।তাতে করে টেস্টিং সেন্টারটি করোনা পরিক্ষার কিট সহ নোংরা আবর্জনায় ভরপুর।করোনা পজিটিভ রোগীদের আলাদা বসিয়ে রাখার সুব্যবস্থা টুকুও নেই।পানীয় জলের অভাবে স্বাস্থ্যকর্মীরা ভালোভাবে হাত পা ধুতে পারছেন না।জীবনের ঝুকি নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন অস্বায়ী স্বাস্থ্যকর্মীরা।এর ফল ভোগ করতে হচ্ছে রাজ্যের ও বহিঃ রাজ্যের চালক, সহ-চালক ও যাত্রীদের। স্বাস্থ্যকর্মীরা আরো জানান, স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে রাজ্যে প্রবেশের ক্ষেত্রে করোনা টিকা কিংবা আর্টিফিশিয়াল টেস্ট কোনটাই গ্রহনযোগ্য নয়। প্রত্যেককে রাজ্যে প্রবেশের ক্ষেত্রে করোনা টেস্ট বাধ্যতামূলক।পাশাপাশি চুরাইবাড়ি করোনা টেস্টিং সেন্টারে অস্থায়ী স্বাস্থ্য কর্মীরা স্বাস্য দপ্তরে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের প্রতি একটু সহনশীল হবার আহ্বান জানান। পাশাপাশি দাবি উঠছে উক্ত করোনা টেস্টিং সেন্টারে স্বাস্থ্য দপ্তরের হস্তক্ষেপ গ্রহনের।

পাচারকালে আটক দশটি গরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১০ জানুয়ারি।। রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকাকে করিডর বানিয়ে পাচার কার্য চালিয়ে যাচ্ছে একাংশ পাচারকারীরা।এপার থেকে ওপারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিভিন্ন নেশা সামগ্রী।আবার ওপার থেকে এপারেও নেশার রমরমা বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে।ইদানিংকালে গরু পাচারের রমরমা বাণিজ্য সীমান্ত এলাকা গুলোতে কেন্দ্র করে চালিয়ে যাচ্ছে পাচারকারীরা। সোমবার সাতসকালে গরু পাচার কালে বিএসএফের হাতে আটক গাড়িসহ দশটি গরু।কামথানা বিওপির দায়িত্বে থাকা ১৫০ নম্বর ব্যাটেলিয়ান বিএসএফ জোয়ানদের হাতে আটক হয় গাড়ি ও দশটি গরু।এই গরু গুলির বাজার মূল্য আনুমানিক ৪ লক্ষ টাকা।কামথানা বিওপির দায়িত্বে থাকা ১৫০ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের বিএসএফ বিশালগড় থেকে টিআর০১পি-১৭৭৫ নাম্বারের গরু বোঝাই গাড়ি দাওয়া করতে করতে কলমচৌড়া থানাধীন পুটিয়া সীমান্তের পাশাপাশি একটি স্থানে পাচার হওয়া গরু গুলি আটক করতে সক্ষম হয়।দীর্ঘদিন ধরে সীমান্ত দিয়ে অবৈধ গরুগুলি পাচার হচ্ছে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে।পুলিশ সেই অবৈধ গরুগুলির নম্বরবিহীন গাড়ি গুলো দেখলে ও মাঝে মাঝে না দেখার ভান করে থাকেন আবার মাঝে মাঝে জরিমানা কেটে ছেড়ে দেয় বলে অভিযোগ। আর সেই নম্বর বিহীণ গরু বোঝাই গাড়ি তীব্রগতিতে চলাচলের রাস্তা দিয়ে ছোট-বড় যান চলাচলে খুবই কষ্টকর।বিশেষ করে বিশালগড়, কৈয়েরডেপা,কোনাবন, কমলাসাগর,কামথানা ও বক্সনগর পুটিয়া সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া কেটে কিংবা বিএসএফকে দোলোদিয়ে বাংলাদেশে পাচার করা হচ্ছে অবৈধ গরু এবং বিভিন্ন সামগ্রী।এ দিন সকাল ১১ঘটিকার সময় বিশালগড় থেকে দাওয়া করতে করতে কলমচৌড়া থানাধীন পুটিয়া সীমান্তের জঙ্গলের কাছাকাছি স্থানে গিয়ে বিএসএফ পাচারকারীর গরুবোঝাই গাড়িটি আটক করার জন্য পিছনে ধাওয়া করতে থাকলেও গাড়ি থামায়নি পাচারকারীরা।

পরবর্তী সময়ে বিএসএফ জওয়ানরা পাচারকারীর গরুবোঝাই গাড়ির মধ্যে রাবার বুলেট ছুড়তেও দ্বিধাবোধ করেননি।অবশেষে পুটিয়া সীমান্তের জঙ্গলে গিয়ে গাড়িটিকে আটক করতে সক্ষম হয়।পরে জোয়ানরা উদ্ধারকৃত গরুগুলি কামথানার বিওপিতে নিয়ে যাওয়া হয়।এলাকার জনগণের অভিযোগ পুলিশ এবং বিএসএফ আরো বেশি সতর্ক হলে সীমান্ত দিয়ে এভাবে অবৈধ গরু পাচার এবং নেশা সামগ্রী পাচারে ব্যর্থ হবেন পাচারকারীরা।তবে এই গরু পাচারের যুক্ত থাকা মূল মাস্টারমাইন্ড হলেন পুটিয়া এলাকার শাহা আলম,ঐনিক আহমেদ, মো সেলিম,বেশ কয়েকজন তাদের নামে পুটিয়া সীমান্তে হাজার হাজার গরু আসে সূত্রের খবর।

কৃষকদের কাছ থেকে ১০ লক্ষ মেট্রিক টন ধান কিনবে অসমের সরকারি সংস্থাগুলি, সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : কৃষকদের কাছ থেকে ১০ লক্ষ মেট্রিক টন ধান কিনবে রাজ্যের সরকারি সংস্থাগুলি। ধান সংগ্রহ অভিযানে কৃষকদের সংবেদনশীল করা এবং প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করতে রাজ্য সরকার আগামী ১৬ জানুয়ারি গোটা রাজ্য জুড়ে বিশেষ গ্রামসভার আয়োজন করবে। আজ সোমবার জনতা ভবনের মুখ্যমন্ত্রীর সভাকক্ষ থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজ্যের সাংসদ ও বিধায়কগণ, সব জেলাশাসক, সার্কল অফিসার, জেলা কৃষি আধিকারিক এবং কৃষি উন্নয়ন আধিকারিকদের সাথে মতবিনিময় করে তাঁর এই সিদ্ধান্তের ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

ভিডিও কনফারেন্সে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে ছিলেন খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ দফতরের মন্ত্রী রঞ্জিতকুমার দাস, রাজস্ব মন্ত্রী যোগেন মোহন রাজ্য সরকারের শীর্ষ আধিকারিকবর্গ। তবে কৃষিমন্ত্রী অতুল বরা গোলাঘাট থেকে ভিডিও ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। তাছাড়া ভিডিও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছেন খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগ, কৃষি ও রাজস্ব বিভাগের ঊর্ধতন কর্মকর্তাগণ এবং এফসিআই-এর আঞ্চলিক অফিসের কর্মকর্তাগণ, এএফসিএসসিএল, এনএএফইডি, এনএসিওএফ, এনসিসিএফ, এএসএএমবি সহ অন্যান্য ক্রয় সংস্থার প্রতিনিধিরা।

মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, অসমে প্রতি বছর ৮০ লক্ষ মেট্রিকটন ধান উৎপাদন করেন কৃষকরা। কিন্তু যথাযথ ক্রয় ব্যবস্থা এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রচেষ্টার অভাবে, রাজ্যে উৎপাদিত ধানের বেশিরভাগই মধ্যস্বত্বভোগীরা কৃষকদের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত করছে। রাজ্য সরকার তাই এ ধরনের পরিস্থিতির অবসান ঘটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে যাতে কৃষকরা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারের নিরলস প্রচেষ্টায় কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যের সংস্থাগুলি যেমন এফসিআই, এএফসিএসসিএল, এনএএফইডি, এনএসিওএফ, এনসিসিএফ এবং এএসএএমবি ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি)-এ কুইন্টাল প্রতি ১,৯৪০ টাকা দরে ১০ লক্ষ মেট্রিক টন ধান কৃষকদের কাছ থেকে ক্রয় করতে সম্মত হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যের সমস্ত জমির রেকর্ড 'ধরিত্রী পোর্টাল'-এ অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তাই কেন্দ্রীয় সরকার ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কৃষকদের ম্যানুয়াল রেজিস্ট্রেশনের অনুমতি দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার একটি মিশন মুডে ধান সংগ্রহ করার জন্য প্রস্তুত। রাজ্যে ১৯৪টি ধান সংগ্রহ কেন্দ্রকে অবহিত করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে ১৬৬টি ইতিমধ্যেই খোলা হয়ে গেছে। তিনি আরও জানান, সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারলে রাজ্যের অর্থনীতিতে দুই হাজার কোটিরও বেশি বিনিয়োগের পাশাপাশি কৃষকরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন। এই প্রক্রিয়ায় জেলাশাসক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আধিকারিকদের গাইড করতে এবং ধান সংগ্রহ সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ দফতর, কৃষি ও রাজস্ব বিভাগের প্রধান সচিবদের নিয়ে একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী কমিটির সদস্যদের ক্রয় সংস্থা সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সাপ্তাহিক পর্যালোচনা করতে এবং প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত করতেও বলেছেন। অধিকন্তু, ক্রয় পোর্টালে কৃষকদের তাৎক্ষণিক নিবন্ধনের সুবিধার্থে এবং জমি সংক্রান্ত সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য যাতে ম্যানুয়াল রেজিস্ট্রেশন দ্রুত করা যায়, মুখ্যমন্ত্রী কৃষকদের প্রয়োজনীয় শংসাপত্র জারি করার জন্য সার্কল অফিসার, গ্রামপ্রধান এবং লাটমণ্ডলদের অনুমোদিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া সাংসদ এবং বিধায়কদেরকে ধান ক্রয় অভিযানকে বড়সড় সাফল্যে পরিণত করতে ১৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় গ্রামসভাগুলিতে সক্রিয় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান ড় শর্মা।

কংগ্রেসে যোগ দিলেন সোনু সুদের বোন মালবিকা সুদ

চণ্ডীগড়, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : কংগ্রেসে যোগ দিলেন অভিনেতা সোনু সুদের বোন মালবিকা সুদ। সোমবার পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নি এবং কংগ্রেস সভাপতি নভজ্যোত সিং সিধু মোগায় সোনু সুদের বাড়িতে পৌঁছে মালবিকা সুদকে কংগ্রেস দলে অন্তর্ভুক্ত করান। এই অনুষ্ঠানের সময় সোনু সুদও বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন তবে তিনি মিডিয়ার সামনে প্রকাশ্যে আসেননি।

কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার আগে, সোনু সুদ আম আদমি পার্টি সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল, আকালি দলের সভাপতি সুখবীর বাদল সহ অনেক রাজনৈতিক দলের সিনিয়র নেতাদের সাথে বৈঠক করেছিলেন। সোনু সুদও প্রথম প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংয়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। অমরিন্দর সরকারের আমলে নির্বাচন কমিশন সোনু সুদকে রাজ্যের আইকন হিসাবেও ঘোষণা করেছিল। পাঞ্জাবে নির্বাচন ঘোষণার একদিন আগে নির্বাচন কমিশন এই পদ থেকে সনু সুদকে সরিয়ে দেয়। রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি নভজ্যোত সিং সিধু বলেন যে, খুব কম ঘটনাই ঘটে যখন কোনও ব্যক্তিকে দলের সভাপতি এবং মুখ্যমন্ত্রী একসঙ্গে দলে অন্তর্ভুক্ত করান। মালভিকা সুদ যে পদে বসবেন তার সৌন্দর্য বাড়াবে। এই উপলক্ষে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নি বলেন যে, মালভিকা সুদ কংগ্রেসে যোগ দিলে এবং সোনু সুদ কংগ্রেসকে সমর্থন করলে কংগ্রেস দল পুরো পাঞ্জাবে শক্তি পাবে। এই উপলক্ষে, মালবিকা সুদ বলেন যে, তিনি কংগ্রেস দলের শক্তির জন্য কাজ করবেন। দল তাকে যে দায়িত্বই দেবে না কেন, তিনি তা আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করবেন।

ব্রাজিলে হ্রদের পাথরের চাঁই ধসে নিহত ৭ পর্যটক গুরুতর আহত আরও ৯জন

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : আকস্মিক হ্রদের পাথরের চাঁই ধসে অন্তত সাতজন পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও নয়জন। লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ফুর্নাস হ্রদের এই ঘটনায় এখনও তিনজন নিখোঁজ। আল-জাজিরা এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। স্থানীয় সময় শনিবারের ওই ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে দেখা যায়, পাথরের চাঁই ধসে পড়ার সময় নৌকায় থাকা পর্যটকরা ভয়ে চিৎকার করছিলেন। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় উদ্ধারকারী দল। এরপর ডুবুরিরা ও দেশটির নৌ বাহিনীর সদস্যরা হতাহতদের উদ্ধারে অংশ নেন।দমকল বাহিনীর মুখপাত্র বলছেন, পাথরের চাঁই ধসে পড়ার ঘটনায় এখনও তিনজন নিখোঁজ রয়েছেন। এছাড়া হাসপাতালে নয়জনকে চিকিৎসা দেওয়ার কথা জানালেও এ ঘটনায় আহতের প্রকৃত সংখ্যা ৩২ জন বলে উল্লেখ করেছে কর্তৃপক্ষ।

মহিলাসহ

● প্রথম পাতার পর

না। অন্যায়ভাবে বাহ্যিক চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে ত্রিপুরার মাটি থেকে এই ধরনের নেশা দ্রব্যের ব্যবহার মুছে ফেলতে দৃঢ়তার সাথে কাজ করার নির্দেশ দেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুলিশ, টিএসআর, এসপি ও মহিলা পুলিশ মিলিয়ে সম্প্রতি প্রায় ৩ হাজার ৩০০ জন নিযুক্তির প্রক্রিয়া চলছে। নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার পাশাপাশি মহিলাদের সম্মানজনক অংশীদারিত্ব সুনিশ্চিত হয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় এই প্রথমবার ৫০০ জন মহিলা কনস্টেবল নিয়োগ করা হচ্ছে। টিপিএসসি ছাড়াও প্রায় ২৮০০ পুলিশ কর্মী নিয়োগ করছে সরকার। বিগত দিনে টিএসআর-র মতো বাহিনীতে যোগদানে অনাগ্রহী মহিলারাই বর্তমানে এক নতুন আত্মবিশ্বাস নিয়ে বাহিনীতে যোগদানে এগিয়ে এসেছেন। বিগত দিনের অপরিকল্পিত নিয়োগ নীতি থেকে বেরিয়ে বর্তমানে বিভিন্ন পদে প্রতিবছর নিয়োগের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়গুলিও সরকারের আন্তরিক বিবেচনায় রয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সন্ত্রাসবাদ দমন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতার ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে রাজ্য পুলিশ। আগামীদিনেও এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে। সম্ভাব্য কোভিড পরিস্থিতিতে তিনি জনসচেতনতা তৈরির পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা নেওয়ার পরামর্শ দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতি বছর পুলিশ সপ্তাহ অনুষ্ঠান থেকে সংকল্প নিয়ে কোনও একটি বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করা প্রয়োজন। আগামীদিনে রাজ্য পুলিশের বিভিন্ন সম্মানজনক পুরস্কার প্রাপকের তালিকায় মনোনীত হতে রাজ্য পুলিশের সমস্ত বিভাগ ও ব্যক্তির মধ্যে নিষ্ঠাপূর্বক কার্যসম্পাদন প্রচেষ্টা ও স্বাস্থ্যকর ইতিবাচক প্রতিযোগিতা জারি থাকবে বলে আশাব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ভি এস যাদব বলেন, মহিলা সংক্রান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, দুর্ঘটনা হ্রাস, জনজাগরণমূলক একাধিক কর্মসূচি সহ সাফল্যের সাথে কাজ করছে ত্রিপুরা পুলিশ। পুলিশ ও ট্রাফিকি ব্যবস্থায় আনা হয়েছে বিভিন্ন আধুনিকীকরণ। ই-চালান সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডিজিটাইজেশন যুক্ত করা হচ্ছে। নেশার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠতার সাথে কাজ করছে ত্রিপুরা পুলিশ। বিভিন্ন অবৈধ নেশাজাতীয় সামগ্রী উদ্ধার, মামলা গ্রহণ, অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা সহ বিভিন্ন সাফল এসেছে। টিএসআর বাহিনীতে স্পেশাল অপারেশনাল দল গঠন করা হয়েছে। পুলিশি সহায়তা প্রদানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী হেল্পলাইন সহ অন্যান্য টোল ফ্রি নম্বরগুলি। সদ্য সম্পন্ন নগর নির্বাচনকে নির্বিঘ্ন সম্পন্ন করতে যথার্থ ভূমিকা নিয়েছে রাজ্য পুলিশ। নির্ধারিত পদগুলিতে নিয়োগ প্রক্রিয়াও চলছে। সম্প্রতি সম্পন্ন হওয়া পদোন্নতির ফলে বিভিন্ন পদের শূন্যতা পূরণ হচ্ছে। কর্তব্য পালনের পাশাপাশি সামাজিক কর্মসূচিতেও নিয়োজিত রয়েছে পুলিশ বাহিনী। আগামীদিনের রূপরেখা তৈরি করে কাজ চলছে। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এডিজি পুনীত রস্তোগী প্রমুখ। বিভিন্ন পুলিশ আধিকারিক ও পুলিশ পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে চারটি ব্যান্ড প্ল্যাটুন সহ মোট ১২টি প্ল্যাটুন অংশগ্রহণ করে। এগুলি হলো যথাক্রমে টিএসআর প্রথম বাহিনী, টিএসআর দ্বিতীয় বাহিনী, টিএসআর সপ্তম বাহিনী, টিএসআর দশম বাহিনী, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ প্ল্যাটুন, মহিলা পুলিশ প্ল্যাটুন, ট্রাফিক পুলিশ প্ল্যাটুন, হোমগার্ড প্ল্যাটুন। চারটি ব্যান্ড প্ল্যাটুন হলো যথাক্রমে কেটিডি সিং পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি- ব্যান্ড প্ল্যাটুন, টিএসআর প্রথম বাহিনী ব্যান্ড প্ল্যাটুন, টিএসআর দ্বিতীয় বাহিনী ব্যান্ড প্ল্যাটুন ও হোমগার্ড ব্যান্ড প্ল্যাটুন। তারপর রাজ্য থেকে মোটরসাইকেল র‍্যালি করে রাষ্ট্রীয় একতা দিবসে অংশগ্রহণকারীরাও মুখ্যমন্ত্রীকে অভিবাদন জানান।

মন্ত্রী সুশান্ত

● আটের পাতার পর

মূল লক্ষ্য হতে হবে। আজকের এই মহতী রক্তদান শিবিরে যাঁরা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন এবং রক্তদান করার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছেন তাদের সকলকে তিনি তাদের এই মহতী সেবামূলক মানসিকতা ও কাজের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। রামঠাকুর কলেজে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের সামাজিক দ্বায়িত্ব পালনে আরও বেশী করে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন, মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এই আশা ব্যক্ত করেন। আজকে যাঁরা স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে এসেছেন তাঁদের সকলের এই মানবিক কাজের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী। আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রামঠাকুর কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডক্টর দীপক বর্ধন,রামঠাকুর কলেজের টীচার্স কাউন্সিলের সচিব ডক্টর অর্জুন গোপ, ত্রিপুরা স্টেট এন.এস.এস অফিসার ডক্টর চিত্রজিৎ ভৌমিক, কলেজের এন এস.এস ইউনিটের প্রোগ্রাম অফিসার শ্যামসুন্দর সরকার, মেডিকেল অফিসার বিজন সাহা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা

বৃদ্ধি

● প্রথম পাতার পর

সিনহা, সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার চন্দ্রভূষণ কুমারকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি এক্ষেত্রে নির্বাচনের প্রার্থীদের মাথা পিছু ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করার যুক্তিসঙ্গতা স্বীকার করে খরচের হার বৃদ্ধি করার সুপারিশ করেছে। নির্বাচন কমিশন কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করেছে এবং প্রার্থীদের ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে বি'প্তিও জারি করা হয়েছে।

ধর্মনগরে

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। রেলের ধাক্কায় মহিলার মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই কামেশ্বর এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

উল্লেখ্য কিছুদিন পরপরই রেলক্রসিং এলাকায় রেলের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে চলেছে। ওই এলাকায় সাবধানতা অবলম্বনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

সেন্টারে

● প্রথম পাতার পর

আইসিপি-তে সমস্ত যাত্রী বাড়ি ফিরে যাওয়ার পর তাঁদের এনে পিআরটিআই-তে পাঠানো হয়েছে।

পশ্চিম জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ের তরফে জানানো হয়েছে, আইসিপি-তে এভাবেই প্রতিদিন করোনার নমুনা পরীক্ষা করা হবে। সে মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

াঙ্গন

কেপ টাউনে নয়া রেকর্ডের হাতছানি কোহলির সামনে, কুম্বলের নজির ছুঁতে পারেন শামি

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি.স) : জোহানেসবার্গে ভাগ্যে চাকা ফেরাতে ব্যর্থ হয়েছে টিম ইন্ডিয়া। দুর্দান্ত ব্যাটিং করে চলতি টেস্ট সিরিজে সমতা ফেরান প্রোটিয়া অধিনায়ক এলগার। এবার চূড়ান্ত লড়াইয়ের সাক্ষী হতে চলেছে কেপ টাউন। প্রথমবার দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে জয়ের ইতিহাসের হাতছানি যেমন ক্যাপ্টেন কোহলির সামনে, তেমনই ব্যক্তিগত রেকর্ড গড়ার সুযোগও অপেক্ষা করছে। বিরাটের পাশাপাশি নয়া মাইলফলক স্পর্শ করতে পারেন ভারতীয় পেসার মহম্মদ শামি।

গত টেস্টে পিঠের চোটের কারণে শেষ মুহূর্তে ছিটকে গিয়েছিলেন কোহলি। দলের দায়িত্ব নেন কেএল রাহুল। তবে ফিট হয়ে কেপ টাউনে ফিরছেন তিনি। আর এই মাঠেই গড়তে পারেন নয়া রেকর্ড। পাঁচদিনের ফরম্যাটে কোহলির মোট সংগ্রহ ৭ হাজার ৮৫৪ রান। বিশ্বের ব্যাটারদের তালিকায় ৩২ নম্বরে রয়েছেন তিনি। দুই ইনিংস মিলিয়ে ১৪৬ রান করতে পারলে দুনিয়ার ৩১তম ব্যাটার হিসেবে টেস্টে ৮০০০ হাজার রানের মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলবেন তিনি। ষষ্ঠ ভারতীয় হিসেবে এই নজির গড়বেন তিনি। এর আগে শচীন তেণ্ডুলকর (১৫,৯২১), রাহুল দ্রাবিড় (১৩,২৬৫), সুনীল গাভাসকর (১০,১২২), ভিভিএস লক্ষ্মণ (৮৭৮১) এবং বীরেন্দ্র শেহওয়াগের (৮৫০৩) এই কীর্তি রয়েছে।

এদিকে অনিল কুম্বলে এবং জগভল শ্রীনাথের সঙ্গে এক আসনে বসার হাতছানি ভারতীয় পেসার শামির সামনে। বিশ্বের সেরা তিন পেসারের মধ্যে শামি অন্যতম।

এমন কথাই শোনা গিয়েছিল অধিনায়কের মুখে। এবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে নজির গড়ার পালা তাঁর। প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ২০ ম্যাচে ৪৫ উইকেট শামির ঝুলিতে। আর পাঁচটি তুলে নিতে পারলেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে উইকেট নেওয়ার হাফ সেঞ্চুরি ক্লাবে প্রবেশ করবেন তিনি। এর আগে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ৮৪ এবং ৬৪টি উইকেট নেওয়ার নজির রয়েছে কুম্বলে ও শ্রীনাথের। টার্বুনেটর হরভজন সিংয়ের ঝুলিতে রয়েছে ৬০টি উইকেট। এবার শামির দিকে তাকিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীরা।

আইনি লড়াইয়ে জিতলেন জোকোভিচ ভিসা বাতিলের সিদ্ধান্ত খারিজ

মেলবোর্ন, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): আইনি লড়াইয়ে জিতে গেলেন বিশ্বের এক নম্বর পুরুষ টেনিস তারকা নোভাক জোকোভিচ। তাঁর ভিসা বাতিলের যে সিদ্ধান্ত অস্ট্রেলিয়া সরকার নিয়েছিল তা খারিজ করে দিয়েছে আদালত। বিচারক আরও নির্দেশ দিয়েছেন, আইনি লড়াইয়ে জোকোভিচের যা খরচ হয়েছে তা প্রশাসনকে দিতে হবে। সোমবার শুনানির পর অস্ট্রেলিয়ার বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন, বন্দিদশা থেকে মুক্তি দেওয়া হোক জোকোভিচকে। তাঁর পাসপোর্ট ও ব্যক্তিগত সামগ্রী ফিরিয়ে দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সোমবার জরুরি ভিত্তিতে শুনানির শুরুতেই ফেডারেল সার্কিট কোর্টের বিচারক অ্যান্থনি কেলি জানান, এক জন অধ্যাপক ও এক স্বীকৃত চিকিৎসকের কাছ থেকে নিজের স্বাস্থ্যের শংসাপত্র নিয়ে এসেছেন জোকোভিচ। তিনি এর থেকে বেশি আর কী করতে পারেন। বিচারকের এই মন্তব্যে কিছুটা আশার আলো দেখেন জোকোভিচ।

পাশাপাশি বিচারপতি জানতে চান, অস্ট্রেলিয়ার কঠোর মহামারী প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য নোভাক জোকোভিচ আরও কী কী করতে পারতেন। শেষে শুনানির পর জোকোভিচকে বন্দিদশা থেকে মুক্তির নির্দেশে দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার বিচারপতি।

অস্ট্রেলিয়া সরকার আদালতে মেনে নিয়েছে, জোকোভিচের ভিসা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে তাঁকে সে কথা জানাতে দেরি হয়েছে। ফলে কোনও পদক্ষেপ করতে পারেননি জোকোভিচ। এর পর থেকে এই ধরনের কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে তা নির্দিষ্ট সময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে। তবে এর পরেও জোকোভিচের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে অস্ট্রেলিয়ার ইমিগ্রেশন মন্ত্রী অ্যালেক্স হক। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে বা সম্পূর্ণ আলাদা কোনও কারণ দেখিয়ে নতুন ভাবে টেনিস তারকার ভিসা বাতিল করতে পারেন। সে রকম হলে তিন বছর অস্ট্রেলিয়ায় প্রবেশ করতে পারবেন না জোকার। তবে যদি সেই ধরনের কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তার পরেও অবশ্য আইনের দ্বারস্থ হতে পারবেন নোভাক।

উল্লেখ্য, গত বুধবার অস্ট্রেলিয়ার সময় অনুযায়ী মধ্যরাতে মেলবোর্ন বিমানবন্দরে পা রাখেন জোকোভিচ। কিন্তু তার পরেই তাঁর ভিসা নিয়ে তৈরি হয় জটিলতা। সার্বিয়ার তারকার ভিসার আবেদনপত্রে 'ভুল' থাকায় তাঁকে বিমানবন্দর থেকে বেরনোর অনুমতি দেওয়া হয়নি। কোভিড প্রতিষেধক টিকা না নিয়ে বিশেষ মেডিক্যাল প্যানেলের ছাড়পত্র জোকোভিচ কী ভাবে পেলেন তার কোনও স্পষ্ট জবাব নাকি তিনি দিতে পারেননি। গত শনিবারই টেনিস তারকার আইনজীবীরা ৩৫ পাতার আবেদন আদালতে পেশ করেন।

বিশ্বকাপ চার দিন পর, এখনো ভিসা পায়নি আফগানিস্তান

গত অক্টোবরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যাওয়ার আগেও এমন ঝামেলায় পড়েছিল আফগানিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দল। শেষ পর্যন্ত সে জটিলতা ঘুচিয়ে টুর্নামেন্টে খেলতে পেরেছেন রশিদ খান, মোহাম্মদ নবীরা। এর আগে তালেবান আফগানিস্তানের ক্ষমতায় আসার জেরে অস্ট্রেলিয়া নিজেদের মাটিতে আফগানিস্তানের সঙ্গে টেস্ট খেলেনি। এবার আফগানিস্তানের অনূর্ধ-১৯ ক্রিকেট দলকেও একই রকম জটিলতায় পড়তে হচ্ছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে ১৪ জানুয়ারি শুরু হচ্ছে অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ। কিন্তু টুর্নামেন্টের চার দিন আগেও এখনো ভিসা জটিলতা কাটেনি আফগানিস্তান দলের। ক্রিকেটের বৈশ্বিক নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি জানিয়েছে, জটিলতার অবসানে আলোচনা চলছে। সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিসে আজ সোমবার ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টুর্নামেন্ট পূর্বপ্রস্তুতি ম্যাচ খেলার কথা ছিল আফগানিস্তানের। দুই দিন পর সেন্ট পলে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষেও ম্যাচ ছিল আফগানিস্তানের সূচিতে। কিন্তু এখনো আফগানিস্তান দল ক্যারিবিয়ানে এসে পৌঁছাতেই পারেনি বলে ম্যাচ দুটি বাতিল করা হয়েছে। নতুন করে ইংল্যান্ড আর সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে প্রস্তুতি ম্যাচের দিন ঠিক হয়েছে কাল ১১ জানুয়ারি, ভেন্যু-সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিসের কোনারি ক্রিকেট সেন্টার। তালেবান ক্ষমতায় থাকার কারণে নাকি করোনা—বিষয়ক জটিলতা, নাকি অন্য কোনো কারণঠিক কী কারণে আফগানিস্তান ভিসা পাচ্ছে না, সেটি এখনো জানা যায়নি। তবে প্রস্তুতি ম্যাচ বাতিলের ঘোষণা দেওয়া আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে আইসিসি জানিয়েছে, সংকট নিরসনে আলোচনা চলছে। 'সমস্যার সমাধান এবং দলটাকে ভ্রমণের অনুমতি দেওয়ার জন্য আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট অন্য সব পক্ষের সঙ্গে আমরা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। সেই লক্ষ্য পূরণ হতে হতে আপাতত আমরা প্রস্তুতি ম্যাচগুলোর সূচি বদলে দিয়েছি, যাতে এরই মধ্যে সেখানে পৌঁছে যাওয়া দলগুলো ১৪ জানুয়ারি টুর্নামেন্ট শুরুর আগে তাদের প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে পারে'আইসিসির বিবৃতিতে বলেছেন আইসিসির হেড অব ইভেন্টস ক্রিস টেটলি। এর আগে ছয়বার আইসিসির অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপে খেলেছে আফগানিস্তান দল। সবচেয়ে ভালো করেছে ২০১৮ সালে নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত আসরে, উঠেছিল সেমিফাইনালে। অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে সেবার শেষ চার থেকে বাড়ি ফেরে তারা। ১৪ জানুয়ারি শুরু হওয়া এবারের অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপে আফগানিস্তান আছে গ্রুপ 'সি'-তে, যেখানে তাদের সঙ্গী পাকিস্তান, জিম্বাবুয়ে ও পাপুয়া নিউগিনি। এবারের অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপে ১৬টি দল ২২ দিন ধরে ৪৮ ম্যাচে লড়বে। ফাইনাল আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি। টুর্নামেন্টের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ। ২০২০ সালের অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপে ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে শিরোপা জেতে আকবর আলীর দল। শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়ে এরই মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজে পৌঁছেছে বাংলাদেশ দল। গ্রুপ 'এ'-তে বাংলাদেশের সঙ্গী কানাডা, ইংল্যান্ড ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। শেষ পর্যন্ত ভিসা জটিলতায় আফগানিস্তান খেলতে না পারলে তারা হবে টুর্নামেন্টে সুযোগ পেয়েও খেলতে না পারা দ্বিতীয় দল। এর আগে করোনার কোয়ারেন্টিন—সংক্রান্ত জটিলতার কারণে নিউজিল্যান্ড দল টুর্নামেন্ট থেকে নাম সরিয়ে নিয়েছে। তাদের যুক্তি, নিউজিল্যান্ডের করোনাবিধি অনুযায়ী টুর্নামেন্ট খেলে দেশে ফেরার পর ক্রিকেটারদের একটা নির্দিষ্ট সময় কোয়ারেন্টিন করতে হবে, কিন্তু এই অল্প বয়সী ক্রিকেটারদের এত লম্বা সময় পরিবারের বাইরে এভাবে কোয়ারেন্টিনে রাখতে তারা রাজি নয়।

সাইনার পোস্টে বিতর্কিত মন্তব্য করে বিপাকে অভিনেতা সিদ্ধার্থ

পাঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিরাপত্তার গলদ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়েছিলেন সাইনা নেহওয়াল। কিন্তু সেই ঘটনার জল গড়াল একেবারে অন্যদিকে। সৌজন্যে জনপ্রিয় দক্ষিণী অভিনেতা সিদ্ধার্থ। তাঁর একটি মন্তব্যেই রীতিমতো অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হল ভারচুয়াল দুনিয়ায়। এমনকী তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার দাবি তুলল জাতীয় মহিলা কমিশন। প্রশ্ন হল, কী এমন মন্তব্য করেছিলেন সিদ্ধার্থ, যাতে তুমুল উত্তেজনা তৈরি হল! গত সপ্তাহে অলিম্পিকে পদকজয়ী ভারতীয় শাটলার সাইনা টুইটারে মোদির নিরাপত্তার গাফিলতির তীব্র নিন্দা করেন। লেখেন, "যেখানে খোদ প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, সেখানে দেশবাসী কীভাবে নিরাপদ? এমন কাপুরুষোচিত আচরণকে ধিক্কার জানাই।" সঙ্গে ভারত মোদির পাশে আছে হ্যাশট্যাগও দিয়েছিলেন সাইনা। এই টুইটটিতেই কমেন্ট করেন 'রং দে বসন্তি' খ্যাত অভিনেতা। কার্যত খোঁচা দিয়েই লেখেন, "বিশ্বের সাটল-কক চ্যাম্পিয়ন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে ভারতকে রক্ষা করার মানুষ রয়েছে।" এরপরই যোগ করেন, "রিহানা, তোমার লজ্জা করা উচিত।"

বিদেশি তারকাকে টেনে এনে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকাকে শুধু খোঁচা দেওয়াই নয়, এমন টুইটকে অত্যন্ত অশালীন বলেও দাবি করেছেন অনেকে। জাতীয় মহিলা কমিশন আরও একধাপ এগিয়ে একে নারীবিদ্বেষী মন্তব্য আখ্যা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই মহারাষ্ট্রের ডিজিপিকে চিঠি লিখে গোটা ঘটনার বিরুদ্ধে পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছে কমিশন। পাশাপাশি অভিনেতার বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আরজিও করা হয়েছে চিঠিতে। সিদ্ধার্থের মন্তব্য যে একেবারেই ভাল লাগেনি, সে কথা গোপন করেননি সাইনা। হায়দরাবাদি তারকা জানান, "এর মাধ্যমে উনি কী বোঝাতে চেয়েছেন, জানি না। অভিনেতা হিসেবে সিদ্ধার্থকে ভালই লাগত। কিন্তু এটা ভাল লাগল না। ইচ্ছা করলে স্পষ্টভাবে নিজের বক্তব্য পেশ করতেই পারতেন। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় হয়তো এই ভাষাই চলে।" যদিও সপক্ষে যুক্তি দিয়ে সিদ্ধার্থ জানিয়েছেন, তাঁর মন্তব্যের অন্য ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। কারও ভাবাবেগে ইচ্ছাকৃত আঘাত করতে চাননি। তবে এই বিতর্ক যে সহজে থামবে না, সেই ইঙ্গিত কমিশনের পদক্ষেপেই স্পষ্ট।

এবার অনূর্ধ-১৯ টুর্নামেন্টও স্থগিত ঘোষণা করল বিসিসিআই

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): করোনা সংক্রমণের বাড়বাড়ন্তে যাবতীয় ঘরোয়া টুর্নামেন্টের পর এবার অনূর্ধ-১৯ টুর্নামেন্টও স্থগিত ঘোষণা করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই। একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো

হল, অতিমারী পরিস্থিতিতে ক্রিকেটারদের সুরক্ষা নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না বোর্ড। তাই এই সিদ্ধান্ত।

নতুন বছরে করোনা চোখ রাঙাতেই রনজি ট্রফি-সহ সমস্ত টুর্নামেন্ট অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেছে বিসিসিআই। চলছিল শুধু অনূর্ধ-১৯ টুর্নামেন্ট। শুরু হয়েছিল নকআউট পর্ব। বাংলা যেমন হরিয়ানার বিরুদ্ধে খেলতে এই মুহূর্তে রয়েছে পুণেতে। কিন্তু সপ্তাহান্তে সেখানেও থাবা বসায় করোনা ভাইরাস। শোনা যায়, এই টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া অন্তত ৫০ জন ক্রিকেটার করোনা পজিটিভ। যার জেরে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। এরপর সোমবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বোর্ড জানা, দলের মধ্যে বেশ কয়েকজন করোনা আক্রান্ত হওয়ায় স্থগিত করা হল কোচবিহার ট্রফি। টুর্নামেন্টের নকআউট পর্ব ফের কবে হবে তা পরবর্তীতে নোটিস দিয়ে জানানো হবে। লিগ পর্যায়ে মোট ২০টি ভেন্যুতে ৯৩টি ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছিল। গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখবে বোর্ড। সেই বুঝেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। —হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

PNIeT NO- 24/EE/PWD(DWS)/KMP/2021-22 Dated, 31-12-2021

The Executive Engineer, DWS Division Kamalpur, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender. The details are below;

SI NO	DNIeT No	Estimated Cost	Deadline for bidding
1	DNIe-T No.05/EE/PWD(DWS)/ KMP/2021-22	Rs. 9,70,299.00	27-01-2022
2	DNIe-T No.06/EE/PWD(DWS)/ KMP/2021-22	Rs. 9,70,299.00	27-01-2022
3	DNIe-TNo.07/EE/PWD(DWS)/ KMP/2021-22	Rs. 9,70,299.00	27-01-2022
4	DNIe-T No.08/FE/PWD(DWS)/ KMP/2021-22	Rs. 9,45,000.00	27-01-2022

All details can be seen press notice & bid documents for the work on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact 8974414234

For and on behalf of Governor of Tripura
Sd/- (Er. B. Debbarma)
Executive Engineer
DWS Division, Kamalpur,
Dhalai District, Tripura

ICA-C-3281/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. 13/EE/LTV/PWD/M/2021-22 Dated. 29/12/2021.

The **Executive Engineer, PWD(R&B) LTV Division, Manu, Dhalai,** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' **percentage rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD **up to 3.00 P.M.** on **18-01 -2022** for the following work:-

1. DNIT NO.25/EE/LTV/PWD/M/2021-22, E/C:-Rs.14,54,098.00,E/M:-Rs.14,541.00 Time/Period:- 4 (four) Months.
2. DNIT NO.26/EE/LTV/PWD/M/2021-22, E/C:-Rs.14,38.479.00,E/M:-Rs. 14,385.00 Time/Period:- 6 (Six) Months.
3. DNIT NO.27/EE/LTV/PWD/M/2021-22, E/C:-Rs.20,90,066.00,E/M:-Rs.20,901.00 Time/Period:- 4 (four) Months.
4. DNIT NO.28/EE/LTV/PWD/M/2021-22, E/C:-Rs.23,87,419.00,E/M:-Rs.23,874.00 Time/Period:- 4 (four) Months.
5. DNIT NO.29/EE/LTV/PWD/M/2021-22, E/C:-Rs.6,85,706.00,E/M:-Rs.6,857.00 Time/Period:- 4 (four) Months.
6. DNIT NO.30/EE/LTV/PWD/M/2021-22, E/C:-Rs.l7,99,909.00,E/M:-Rs. 17,999.00 Time/Period:- 6(six) Months.
7. DNIT NO31/EE/LTV/PWD/M/2021-22, E/C:-Rs.21,03,587.60,E/M:-Rs.21,036.00 Time/Period:- 4 (four) Months.
8. DNIT NO.32/EE/LTV/PWD/M/2021-22, E/C:-Rs.12,31,690.00,E/M:-Rs.12,317.00 Time/Period:- 4 (four) Months.

- Last date & time for document downloading and bidding : 18.01.2022
- Date and time for opening of Bid:-18.01.2022 at 16.00 hrs (If possible)
- Bid fee @ Rs. 1,000.00 (Non Refundable)

All tender are available in the Website : www.tripuratenders.gov.in

(**For** & **on behalf of the Governor of Tripura)**
Sd/- Er. P. Debbarma)
Executive Engineer
L.T Valley Division, PWD(R&B)
Manu Dhalai, Tripura

ICA-C-3287/2021-22

CLAIMANT NOTICE

WHEREAS, it has been reported by Sri Sujit Das Fr, I/C FPU, Bagafa under Bagafa Range on 23.12.2021 vide his No. F.5(B)/Seizure/FPU- Bagafa/For-2021-22/409-411 dated 24.12.2021 and forwarded by RO, Bagafa that Sujit Das Fr I/C FPU, Bagafa intercepted 1 (one) nos. Vehicle bearing Registration No. TR08-1836 (Bolero Pick up) Engine No. GHG1B19571, Cassis NO.MA1ZN2GHKG1C28090, on 23.12.2021 at 12.30 PM, at Baikhora SSB Camp Area Loaded with 3.00 cum river sand without any valid document.

AND WHERES, Sri Sujit Das, Fr I/C FPU, Bagafa under Bagafa Range seized the said vehicle (Bolero Pick up) bearing Registration No. TR08-1836 (Bolero Pick up) Engine No. GHG/B19571, and Cassis No. MA1ZN2GHKG1C28090, and brought into the safe custody of Range Office Complex, Bagafa.

AND THEREFORE, in exercise of the powers conferred upon by the Notification No. F.7(310)/For/FP/2016/25701-747 dated 15.11.2016 of the Forest Department, Govt. of Tripura as Authorized officer for the purpose of the Sub-Section 2 of Section 52(A) of Indian Forest Act, (Tripura 2nd Amendment) Act,1986, It is contemplated to confiscate the said vehicle bearing Registration No TR08-1836 (Bolero Pick up) Engine No. GHG1B19571, and Cassis No. MA1ZN2GHKG1C28090, for its use in commission of Forest Offence u/s 41 & 42& 52(A) IFA, 1927 and rules made there under by the Govt. of Tripura.

Now THEREFORE, it is broght to the notice of the legal owner of the said (Bolero Pick up) bearing Registration No. TR08-1836 (Bolero Pick up) Engine No. GHG1B19571, and Cassis No. MA1ZN2GHKG1C28090, to prefer his/her claim over the said vehicle in writing to the Authorized Officer (Sub-Divisional Forest Officer, Bagafa Forest Sub-Division), within 30(thirty) days from the date of issue of this notice or through his/her legally authorized person submitting all the relevant valid documents in original in support to his /her claim. Till such time said (Bolero Pick up) TR08-1836 (Bolero Pick up) Engine No. GHG1B19571, and Cassis No. MA1ZN2GHKG1C28090, will remain under the and brought into the safe custody of Range office Complex, Bagafa. If the authorized owner of said vehicle (Bolero Pick up) bearing Registration No. TR08-1836 (Bolero Pick up) Engine No. GHG1B19571, and Cassis No. MA1ZN2GHKG1C28090, fails to prefer his/her claim within the stipulated date on any working days, the decision regarding confiscation of the same will be taken ex-parte.

Issued under my seal and signature this day on 4th January, 2022.

Sd/- [J. Bhattacharjee]
(Authorized Officer)
Sub-Divisional Forest Officer
Bagafa : South Tripura

ICA-D-1618/2021-22

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

নতুন বছরের দ্বিতীয় সপ্তাহে রেকর্ড ভিড় সিপাহীজলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১০ জানুয়ারি।। নতুন বছরের দ্বিতীয় সপ্তাহে রবিবার সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে ব্যাপক ভিড় লক্ষ্য করা গেলেও। কাল নতুন বছর রবিবার ২০২২ এর দ্বিতীয় রবিবার সকাল থেকে সিপাহীজলা অভয়ারণ্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বনভোজন করার জন্য ব্যাপক ভিড় লক্ষ করা গেল। একদিকে সিপাহিজলা অভয়ারণ্যের কোন ধরনের সাউন্ড বাজানোর মতো সরকারি নির্দেশনা থাকলেও সাউন্ড নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে পারছে না। তবোও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সিপাহীজলা অভয়ারণ্য বনভোজন করার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বনভোজন পিপাসুরা ভিড় জমায় এমন দৃশ্য ধরা পরল আমাদের ক্যামেরায়। সকাল থেকে সিপাহিজালা অভয়ারণ্যের পিকনিকের গাড়িগুলোকে চেকিং এর দায়িত্বে থাকেন বিশালগড় থানার পুলিশ তারপরেও সিপাহিজালা অভয়ারণ্যের ভিতরে বনদপ্তর এর কর্মীরা ভিড় সামলাতে হিমশিম খেতে হয়েছে এক প্রকার। তাছাড়া এইদিন দুটো কাউন্টারে মোট টিকিট সংগ্রহ হয়েছিল মোট ২, লক্ষ ৫৫,হাজার ২৬০ টাকা। সিপাহিজালা অভয়ারণ্যের যদিও আগের মত সেই মনোরম দৃশ্য না থাকলেও বনভোজন করার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভিড় জমায় সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে। বিগত কয়েক বছরের তুলনায় এই বছর সিপাহিজালা অভয়ারণ্যের নেশাখোরদের মাতলামির পরিমাণটা কম বললেই চলে। রবিবার সকাল থেকেই বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গাড়ি নিয়ে ভিড় জমায় জোলজিক্যাল পার্কে। রবিবার বনভোজন করতে আসা সাব্রুম থেকে আসা একজন পর্যটক এর সাথে কথা বলে জানা যায় অন্যান্য জায়গা থেকে সিপাহীজলা অভয়ারণ্য একটু আলাদা প্রকৃতির ভালো বলেও তিনি জানান। আজকের এই জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সিপাহিজালা অভয়ারণ্যের ব্যাপক ভিড় লক্ষ করা গেল। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বনভোজন করতে আশা বনভোজনের মনোরম প্রকৃতির দৃশ্য ঘোরে দেখেন।

স্বচ্ছ ভারত, শিক্ষিত ঐক্যবদ্ধ সমাজ গড়া সরকারের লক্ষ্য : রেবতী ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ জানুয়ারি।। আজাদি কা অমৃত মহোৎসব এবং পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন উপলক্ষে আজ মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের প্রেক্ষাগৃহে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ জালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন লোকসভার সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডা. অতুল দেববর্মা, খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, সহসভাধিপতি হরিশঙ্কর পাল, কল্যাণপুর বিএসির চেয়ারম্যান ইন্দ্রানী দেববর্মা, মুঙ্গিয়াকামী বিএসির ভাইস চেয়ারম্যান বিকাশ দেববর্মা, তেলিয়ামুড়া প'ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান অপু গোপ প্রমুখ। উদ্বোধকের আলোচনায় সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে ভারতবর্ষে স্বাধীনতার ৭৫ বছরের উদযাপন চলছে।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এদেশের বিশেষত্ব। নিজেদের ঐতিহ্য সংস্ক'তি নিয়ে প্রতিটি ভারতবাসী গর্ববোধ করেন। তবে দেশ ও রাজ্যের উন্নতিতে প্রতিটি নাগরিককে দায়িত্ব নিতে হবে। বর্তমান সরকার সবকা সাথ সবকা বিকাশে বিশ্বাসী। স্বচ্ছ ভারত, শিক্ষিত সমাজ, ঐক্যবদ্ধ সমাজ গড়া সরকারের লক্ষ্য। মুঙ্গিয়াকামীর মতো রাজ্যের প্রত্যন্ত ব্লককে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে যাতে এখানে বসবাসকারী মানুষের জীবনমানের উন্নতি হয়। সরকারি বহু প্রকল্প জনগণের স্বার্থে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। রাজ্যের জনজাতি অংশের মানুষের উন্নতিতে রাজ্য সরকার বিবিধ উদ্যোগ নিচ্ছে। বিনামূল্যে গোটা দেশে কোভিড টিকা দেওয়া হচ্ছে। সরকার জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যাপারে এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদানে যথেষ্ট তৎপর। কারণ সরকার বিশ্বাস করে গণতন্ত্রে জনগণই মূল কথা। তবে এক্ষেত্রে জনসাধারণকে ও রাজ্যের এবং নিজ এলাকার উন্নতিতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে এবং এমন কিছু করলে চলবে না যাতে এলাকায় ভ্রাত'ত্ববোধ, শান্তি বিঘিত হয়। উপস্থিত অন্যান্য অতিথিরা ও নিজেদের আলোচনায় আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে বৃক্ষ রোপণ, বাদ্যযন্ত্র বিতরণ, এস এইচ জি স্টল পরিদর্শন ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। তাছাড়া এ উপলক্ষে মুঙ্গিয়াকামী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতিক'তি দিয়ে তৈরি মারকের উদ্বোধন করেন সাংসদ রেবতী কুমার ত্রিপুরা। পাশাপাশি বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ডাস্টবিনও বিতরণ করা হয়। আজকের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুঙ্গিয়াকামী বিএসির চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা এবং স্বাগত ভাষণ রাখেন ব্লকের বিডিও জয়দীপ দেববর্মা।

পুর নিগমের মেয়র সম্বর্ধিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন লিগম অফিস চত্বরে সোমবার এক অনুষ্ঠানে পৌরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদারকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিবহনমন্ত্রী প্রনজিত সিংহ রায় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা।

এদিন, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদারকে সংবর্ধনা জানালেন টিআরটিসি-র সকল স্তরের কর্মচারিরা। আগরতলায় কৃষ্ণনগরে টি আর টি সি-র হলঘরে আয়োজিত হয় ওই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।

আমবাসায় বিএসএফের সিভিক একশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। ধলাই জেলার আমবাসার বেদবাগান সিআরপিএফ ক্যাম্পে সিভিকএকশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। সিভিক একশন প্রোগ্রামের অঙ্গ হিসেবে গত কুড়িদিন ধরে বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী বিভিন্ন গ্রামের কুড়ি জন মহিলাকে সেলাই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।প্রশিক্ষণ শেষে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের হাতে সেলাই মেশিন তুলে দেওয়া হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিআরপিএফের আধিকারিকরা বলেন সিআরপিএফ শুধু নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে না, জনগণের সার্বিক কল্যাণে কাজ করতে চায়। বছরের বিভিন্ন সময়ে গরিব মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে নানারকম সামাজিক কর্মসূচি সংগঠিত করে। স্বাস্থ্য শিবির, রক্তদান শিবির ,স্কুল পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে স্কুল ব্যাগ বিতরণ ,শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ, যুবক যুবতীদের জন্য ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান সহ নানা সামাজিক কর্মসূচি পালন করে আসছে সিআরপিএফ ।এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে সিআরপিএফ এর উদ্যোগে কুড়ি জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ শেষে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মহিলারা স্বাবলম্বী হতে পারবেন বলে সিআরপিএফ এর তরফ থেকে আশা ব্যক্ত করা হয়েছে। আগামী দিনেও তাদের এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলেও জানানো হয়।

ঝাড়খণ্ডে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় ৩৪৪৪ নতুন আক্রান্ত

রাঁচি, ১০ জানুয়ারি (হি.স) : ঝাড়খণ্ডে ফের করোনার তাণ্ডব শুরু। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় ৩৪৪৪ নতুন আক্রান্ত সংক্রমণ হয়েছে এবং ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে পূর্ব সিংভূমের (জামশেদপুর) চারজন, গোড্ডার একজন এবং কোডারমার একজন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ঝাড়খণ্ডে পরীক্ষা কম হলে রোগীও কম। সোমবার স্বাস্থ্য দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্যে করোনা থেকে ১২০৮ জন সুস্থ হয়েছেন। সোমবার সকাল পর্যন্ত রাজ্যে করোনার ৩৪৪৪ জন নতুন আক্রান্ত পাওয়া গেছে।

ফুড লাইসেন্স প্রদানের শিবির অনুষ্ঠিত হল বিলোনীয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১০ জানুয়ারি।। দক্ষিণ জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে ফুড লাইসেন্স প্রদানের শিবির অনুষ্ঠিত হয় বিলোনীয়া। সোমবার সকাল এগারটা নাগাদ বিলোনিয়া এক নং টিলা বাজারে দক্ষিন জেলা স্বাস্য দপ্তরের উদ্যোগে সানীয় ব্যাবসায়ীদের সহযোগিতায় ফুড লাইসেন্স প্রদানের শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

ফুড লাইসেন্স পেতে গেলে ব্যাবসায়ীরা কি করণীয়এবং লাইসেন্স না থাকলে কিকি সমস্যা হতে পারে এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে দক্ষিণ জেলা মূখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জগদীশ নমঃ বলেন যারা খাদ্য দ্রব্যের ব্যাবসা করছেন কিন্তু এখনো খাদ্য দ্রব্যের লাইসেন্স নেন নি তারা যাতে খুব সহজে লাইসেন্স গুলি পেতে পারেন তার জন্য এ ধরনের শিবির করা।লাইসেন্স বিহীন খাদ্য দ্রব্যে বিক্রি করা সম্পূর্ণ ভাবে বেআইনী এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সুতরাং বিলোনিয়াতে যারা বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের ব্যাবসা করছেন তাদের যাতে কোন প্রকার অসুবিধা না হয় তারা যেন কোন আর্থিক জরিমানার মধ্যে পড়তে না হয় সেজন্যই এ উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে বলে জানান। উনি আশা প্রকাশ করেন সকল ব্যবসায়ীরা শিবিরে এসে খুব সহজেই লাইসেন্স করিয়ে নেবেন, যাতে করে ব্যবসায় স্বচ্ছতা আসবে।এবং ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন বিশুদ্ধ খাবার আমাদেরকে প্রদান করবেন , এটাই আমাদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রধান উপায়। এরপরেও যেসকল ব্যাবসাযীরা লাসেন্স বিহীন ব্যাবসা করবেন আগামী দিনে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানান দক্ষিণ জেলা মূখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জগদীশ চন্দ্র নমঃ।

কদমতলা বাজারে দুঃসাহসিক চুরি স্বর্ণের দোকানে লুঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১০ জানুয়ারি।। কদমতলা বাজারে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরের দল একটি জুয়েলারির দোকানের তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে অর্ধলক্ষাধিক টাকার সামগ্রী চুরি করে নিয়ে গেছে। দোকানের মালিকের নাম স্বপন কুমার দেব। জানা গেছে, আজ সকালে স্থানীয় লোকজন জুয়েলারির দোকানের তালা ভাঙ্গা দেখে দোকানের মালিককে খবর দেয়। খবর পেয়ে মালিক স্বপন কুমার দেব দোকানে ছুটে আসেন। ভিতরে ঢুকে লক্ষ করেন বেশ কিছু জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে গেছে চোরেরা। খবর পাঠানো হয় কদমতলা থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত চুরি যাওয়া জিনিসপত্র উদ্ধার কিংবা চোরকে আটক করার কোনো খবর নেই।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে কদমতলা বাজারে ব্যবসায়ীদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। রাত্রিকালীন কদমতলা বাজারে পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বেও কদমতলা বাজারে বেশ কয়েকবার চুরির ঘটনা ঘটেছে। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চুরেরা এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত করে চলেছে বলেও ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেছেন।

শান্তিরবাজারে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১০ জানুয়ারি।। দক্ষিণজেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের উদ্দ্যোগে বাইখোড়া বালিকা দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠীতহয় বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচী। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বাইখোড়া বালিকা দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়ে দক্ষিন জেলায় স্বাস্থ্য আধিকারিকের উদ্দ্যোগে বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে অনুষ্ঠীতহয় বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচী। এইকর্মসূচীর পাশাপাশি আয়ুস্মান ভারত ও বাল্য বিবাহ এবং কিশোরী গর্ভাবস্থা প্রতিহত করার জন্য বিশেষ আলোচনা করাহয়। আজকের এই আলোচনাসভায় আলোচনা করলেন দক্ষিন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার জগদীশ নমঃ। অনুষ্ঠানশেষে সংবাদমাধ্যমের সম্মুখিন হয়ে ডাক্তার জগদীশ নমঃ আজকের অনুষ্ঠানের আলোচ্যবিষয় সম্পর্কে কিছু বক্তব্য তুলেধরেন। তার পাশাপাশি মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক ১৫ থেকে ১৮ বছরের টিকাকরন সম্পর্ক জানান সমগ্র দক্ষিন জেলায় প্রায় ৫০ শতাংশ টিকাকরনের কাজসমাপ্তি হয়েছে। আগামী কিছুদিনের মধ্যে টিকাকরনের কাজ সম্পূর্ন সমাপ্তিহয়েযাবে। শান্তির বাজার মহকুমায় সকলে ব্যাপক উৎসাহের সহিত টিকাকরনে অংশগ্রহন করছেবলে জানান মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। স্বাস্থ্য দপ্তরকতৃক আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্রীদেরমধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা লক্ষ্যকরাযায়।

করোনা আক্রান্ত প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স) : ফের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় করোনার হানা। এবার সংক্রমিত দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। মৃদু উপসর্গ রয়েছে। তিনি বর্তমানে রয়েছেন কোয়ারেন্টাইনে। সোমবার বিকেলে নিজেই টুইট করে সেই খবর দিয়েছেন।

টুইটারে রাজনাথ লিখেছেন, "করোনা আক্রান্ত। মৃদু উপসর্গ রয়েছে। কোয়ারেন্টাইনে রয়েছি। সম্প্রতি যাঁরা আমার সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা আইসোলেশনে থাকুন। কোভিড পরীক্ষাও করিয়ে নিন।" উল্লেখ্য, করোনার প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউতে নিজেকে সুরক্ষিত রেখেছিলেন রাজনাথ। ভ্যাকসিনের দু'টি ডোজও নিয়েছিলেন তিনি। তার পরও রোখা গেল না মারণ ভাইরাসকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় কোভিড হানা এই প্রথম নয়।

হরিদ্বারের ধর্ম সংসদ নিয়ে মামলার শুনানিতে রাজি সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স) : হরিদ্বারের ধর্ম সংসদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানোর বিতর্কের জল গড়াল সুপ্রিম কোর্টে। বিদ্বেষমূলক ভাষণের মাধ্যমে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে সাধু ও সন্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে সোমবার শীর্ষ আদালতে পিটিশন দায়ের করেছেন বিশিষ্ট আইনজীবী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বল। সেই পিটিশনটি গ্রহণ করেছে আদালত।

প্রধান বিচারপতি এন ভি রমানার এজলাসে পিটিশন দায়ের করেন কপিল সিব্বল। তিনি বলেন, 'আগে দেশে স্লোগান উঠত সত্যমেব জয়তে। এখন সেটা বদলে হয়েছে সশস্ত্রমেব জয়তে।' এদিন পিটিশনের শুনানির সময় প্রধান বিচারপতি জানতে চান, তদন্ত কতদূর এগিয়েছে? জবাবে কপিল সিব্বল তাঁকে বলেন, 'শুধু এফআইআর দায়ের হয়েছে।' শুনে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'ঠিক আছে আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখব।' প্রসঙ্গত, গত বছর ১৭-১৯ ডিসেম্বর উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে বসে ধর্ম সংসদ।

বাইখোরায় আগুনে পুড়ে ছাই বসত ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১০ জানুয়ারি।। রবিবার রাতে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বাইখোড়া থানার কলসি সুজাও মগ পাড়ায় অগ্নিকাণ্ডে একটি বসত বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। জানা যায়, গভীর রাতে এলাকার চেলাও মগের বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার সাথে সাথে স্থানীয় লোকজনরা বেরিয়ে আসেন। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।

তারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। ততক্ষণে একটি ঘর সম্পূর্ণভাবে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। অবশ্য দমকল বাহিনীর তৎপরতায় পার্শবর্তী বাড়ি ঘর অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ জানা যায়নি। পুলিশ ও দমকল বাহিনী ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে, প্রশাসনের তরফ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে আপৎকালীন আর্থিক সাহায্য প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডে পরিবারটি নিঃস্ব হয়ে পড়েছে।

রাজ্য সরকার বাস্তবমুখী নানা উন্নয়নমূলক কাজের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে : মন্ত্রী মেবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১০ জানুয়ারি।। সোমবার বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্টেডিয়ামে হস্ত তাঁত ও রেশম শিল্প দফতরের উদ্যোগে বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্টেডিয়াম রেশম চাষীদের তুত বাগানে সেচ ব্যবস্থার জন্য পামসেট বিতরণ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্টেডিয়ামে। বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্টেডিয়ামে পামসেট বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হস্ত তাঁত ও রেশম শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন হস্ত তাঁত ও রেশম শিল্প দপ্তর এর অধিকর্তা প্রানেশ লাল চাকমা, রেশম শিল্প দপ্তর এর চেয়ারম্যান বলাই গোস্বামী, অনুষ্ঠানে হস্ত তাঁত ও রেশম শিল্প দফতরের উদ্যোগে সিপাহীজলা জেলার ৮৩৬ জন, রেশম চাষীকে সেচ ব্যবস্থার জন্য পামসেট প্রদানের এই কর্মসূচির সূচনা করেন ১২ জন রেশম চাষীর হাতে পামসেট সহ জলের পাইপ তুলে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রেশম শিল্প দপ্তর মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। অনুষ্ঠানে ভাষণ রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন বিগত ৩৫ বছরে রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রচুর ঘাটতি রয়ে গেছে বর্তমান রাজ্য সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছে। সে গুলো দূর করে রাজ্যের সঠিক বাস্তবসম্মত উন্নয়নের ও সমস্যাগুলি সমাধান ও উন্নয়নের ধারা সুন্দরভাবে অগ্রগতি হচ্ছে। শান্তির বাতাবরণ, রাজ্যের শান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে রাজ্যের উন্নয়ন এগিয়ে যায় দ্রুত গতিতে আর দেশের শান্তি বাতাবরণ ঠিক থাকলে দেশের অগ্রগতি হয় দ্রুত গতিতে। কারণ শান্তি না থাকলে উন্নয়ন সম্ভব নয়। রাজ্যের এডিসি এলাকাতে একটা অস্থিরতা বিরাজ করছে। এডিসি এলাকা তাই উন্নয়নের প্রশ্নের শান্তির বাতাবরণ দরকার। রাজ্য সরকার এডিসি এলাকার জনজাতির নানা ক্ষেত্রে উন্নয়নের উৎসাহী।সোমবার হস্ত তাঁত ও রেশম শিল্প দফতরের উদ্যোগে বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্টেডিয়ামে রেশম চাষ বাগানে সেচ ব্যবস্থার জন্য পামসেট বিতরণ অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণে এ কথাগুলো বলেন। মন্ত্রী বলেন রাজ্যের বর্তমান রাজ্য সরকার কয়েক বছরে প্রতিটি দপ্তরে মাধ্যমে মানুষের উন্নয়নের জন্য নতুন নতুন নানা কর্মসূচি নিয়েছে। হস্ত তাঁত ও রেশম শিল্প দপ্তর একটি অন্যতম। কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় রেশম চাষের মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাধ্যমে প্রাচীন মানুষদের স্বাবলম্বন করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারের প্রতিটি সাহায্য কে কাজে লাগিয়ে নিজেদের স্বাবলম্বন এর পথে নিয়ে যেতে হবে। মানুষের স্বনির্ভর বা স্বাবলম্বন করতে রাজ্য সরকার অনেক সহায়তা করছে, স্বাবলম্বন বা স্বনির্ভর হতে নিজের ইচ্ছেশক্তি ও উৎসাহ থাকতে হবে তা না হলে সরকার যতই কোটি কোটি টাকা সাহায্য করুক না কেন তার সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকা মানুষদের প্রতিটি পরিবারের যত বেশি সদস্য স্বাবলম্বন বা স্বনির্ভর হবে সেই পরিবার ততো শক্তিশালী হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক পিছিয়ে ছিলেন নানা ক্ষেত্রে কিন্তু তিন বছরে বর্তমান রাজ্য সরকারের বাস্তবমুখী নানা উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং কাজের মধ্য দিয়েই আরো এগিয়ে যেতে হবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয় দাশ দত্ত বলেন রেশম শিল্প মা-বোনদের স্বাবলম্বন একটা সুনিশ্চিত পথ সরকারি প্রতিটি প্রকল্পকে কাজে নিজে স্বাবলম্বী করতে কাজে লাগাতে হবে। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প গুলি যাতে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় সেই নির্দেশ দেন জেলা সভাধিপতি। ত্রিপুরা হস্তগত রেশম শিল্প উন্নয়নে চেয়ারম্যান বলাই গোস্বামী বলেন বিগত সরকার হস্ত তাঁত ও রেশম শিল্প দপ্তর সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর উন্নয়ন হয়নি নতুন সরকার আসার পর তা সাজিয়ে তোলা হচ্ছে।

মুমূর্ষুকে রক্তদানের চাইতে বড় কর্ম এবং ধর্ম আর কিছু নেই ঃ মন্ত্রী সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। আজ দুপুরে রামঠাকুর কলেজের এন.এস.এস ইউনিটের উদ্যোগে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে অংশ নেন রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া তথা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি মঙ্গলদ্বীপ প্রজ্জ্বলের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করে রক্তদান শিবিরে রক্তদাতাদের তাদের এই মহতী সেবামূলক কাজের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে উৎসাহীত করেন। রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, আমরা সকলেই জানি,যেকোনও দানই মহৎ কাজ, অন্নহীনে অন্নদান, গৃহহীনকে আশ্রয়দান, তৃষ্ণার্তকে জল দান, সবই পুণ্যের কাজ। কিন্তু মুমূর্ষুকে রক্তদান এর চাইতে বড় কর্ম এবং ধর্ম আর কিছু নেই। তাই রক্তদানের আরেক নাম জীবনদান। বর্তমানে

কোভিডকালীন পরিস্থিতিতে কোনোভাবেই যাতে প্রয়োজনের তুলনায় রক্তের পরিমাণ কম না হয় সেদিকে আমাদের সকলকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। তাই রক্তদানের জন্য আমাদের সকলকে আরো প্রচার বাড়াতে হবে। এই কাজে এগিয়ে আসার জন্য মানুষকে সচেতন করতে এবং অনুপ্রাণিত করতে আমাদেরকে আরও বেশি করে সচেষ্ট হতে হবে।তিনি আরও বলেন, এখন বিভিন্ন ক্লাবে, কলেজে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রক্তদান শিবির হচ্ছে যেখানে যুবক-যুবতীরা স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে রক্তদান করছেন।রামঠাকুর কলেজের এন.এস.এস ইউনিটের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরে যেসকল কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীরা স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে এসেছেন তাদের সকলকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানান। তিনি উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, কলেজ জীবন থেকেই রক্তদানের মাধ্যমে মানবিক কার্যকলাপে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ এবং উদ্যোগী হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।